NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অভিন্ন দেওয়ানী বিধি একটি ভারী পাথর

পরের দুই টেস্টেও নেই কোহলি, শেষ ম্যাচেও অনিশ্চিত ৮

কলকাতা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৪ মাঘ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.2.2024, Vol.17, Issue No. 237, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ওটিপি কেনাবেচা চক্রের হদিশ, একজনকে গ্রেপ্তার করল এসটিএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোবাইল হ্যাক করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ সামনে এসেছে একাধিকবার। কিন্তু তাই বলে ওটিপি কেনাবেচা! এবার সেই চক্রেরই এবার হদিশ পেল রাজ্য পুলিশের বিশেষ ফোর্স বেঙ্গল এসটিএফ। হোয়াটসঅ্যাপে ওটিপি বিক্রির অবৈধ চক্র চালানোর অভিযোগে মূল পাণ্ডাকে হিমাচল প্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করল বেঙ্গল এসটিএফ। ওই চক্রের জাল পাকিস্তান এবং চিনে ছড়িয়ে থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও জানতে পারছে পুলিশ। মুর্শিদাবাদে দায়ের হওয়া একটি অভিযোগ থেকেই এই চক্রের হদিশ মেলে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দু সপ্তাহ আগে, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ওটিপি কেনাবেচার অভিযোগে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, নকল সিম কার্ড বানিয়ে ওটিপি তৈরি করা হয়, তারপর ওটিপি বিক্রি করে দেওয়া হয় হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। মুর্শিদাবাদে দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। ধৃতদের জেরা করার পর পুলিশ জানতে পারে তাদের সঙ্গে দেশের অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দাদেরও যোগাযোগ আছে। হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা গৌরব শর্মার নাম প্রকাশ্যে আসে। এরপরই হিমাচলে যায় এসটিএফ-এর একটি টিম। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে তল্লাশি চালায় তারা। গ্রেপ্তার করা হয় গৌরবকে।

জানা যায়, ওটিপি কেনাবেচার আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে গৌরব শর্মার। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা থেকে ওটিপি সংগ্রহ করেন ওই ব্যক্তি। তারপর ফোন নম্বর সহ ওটিপি বিক্রি করে দেওয়া হয় হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে। টাকার লেনদেন হয় ইউপিআই-এর মাধ্যমে। ওই ব্যক্তির সঙ্গে পাকিস্তান ও চিনের লোকজনের লেনদেন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সাধারণত সিম ক্লোন করে ওটিপি সংগ্রহ করা হয়। ধরা যাক একটি ফোন নম্বরের সিম ক্লোন করা হল, তারপর থেকে ওটিপি যাবে ওই ভুয়ো নম্বরে। ফলে, সহজেই গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। একদল লোক সিম ক্লোন করার কাজে যুক্ত থাকে, আবার আর একদল ওটিপি বিক্রি করে বলে জানা যায়। শুধুমাত্র সাধারণ কিছু অ্যাপ নয়, এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মীদের তথ্যও চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আপাতত তদন্ত চলছে। মঙ্গলবারই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজ্যে নিয়ে এসে বহরমপুর কোর্টে পেশ করা হবে তাঁকে।

এনসিপি'র নতুন নাম

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি: আগেই ভেঙেছিল দল। ক্ষয় ধরেছিল দলের উপর একছত্র আধিপত্যে। এবার 'মারাঠা স্ট্রংম্যান' শরদ পাওয়ারের নিজের হাতে গড়া দলের নামই বদলে গেল। তাঁর হাতে থাকা দলের অংশের নতুন নাম হল, 'ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি শরদচন্দ্র পওয়ার'। এই নামের দল নিয়েই এবার আসন্ন নির্বাচনে লড়বেন মারাঠা স্ট্রংম্যান।

রাজ্য বাজেটের আগের দিনই মিনি বাজেট পেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বাজেটের আগের দিন হাওড়াতে মিনি বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০১ ডিগ্রি জ্বর নিয়েই এসেছেন জানিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কথা শুরুর পরে টানা ৩৩ মিনিট বললেন। কথার শেষে জানালেন, মানুষের মাঝে এসে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর এখন জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। বক্তৃতার শেষ পর্বে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর শরীর আগের চেয়ে ভাল। মমতা বলেন, 'আপনাদের কাছে এসে জ্বর কমে গিয়েছে, ভাল হয়ে গিয়েছি।' এদিন হাওড়া জেলার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়াতে আগামীদিনে ১ লাখ ৬০ হাজার চাকরি-সহ ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব, হাওড়ায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী উলুবেড়িয়াতে ২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে অ্যামাজন লজিস্টিক হাব তৈরির কথা জানান। পাশাপাশি আগামীদিনে আরও একাধিক শিল্প সংস্থা এই জেলায় শিল্পস্থাপন করতে চলেছে। যার ফলে আগামী দিনে হাওড়ায় আরও দেড় লক্ষের বেশি ছেলেমেয়ের চাকরি হবে। সাঁতরাগাছিতে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে হাওড়ায় সাড়ে ৫ হাজার শিল্পে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। চাকরি হয়েছে ৬৭ হাজার মানুষের। আগামী দিনে আরও ২০ হাজার ৩০০-র বেশি শিল্পে ১১ হাজার ৮৩৩ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

এদিন সাঁতরাগাছির সভা থেকে রাজ্য বাজেটের আগের দিন মিনি বাজেট পেশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মধ্যে রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের মোট ৭৪ টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। যার অর্থ মূল্য ২৫২ কোটি টাকার অধিক। জলপথ পরিবহণের ২৮ টি প্রকল্পের মধ্যে নতুন জেটি ও ভেসেল রয়েছে। ৫৭ টি নতুন বাস চালু করা হল। এই বাবদ ২৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সড়ক উন্নয়নের জন্য ১৪ টি প্রকল্প যার মধ্যে বাস টার্মিনাস, যাত্রী প্রতিক্ষালয়-সহ ২৩ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হবে। হাওড়া সদরে নতুন দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলার জন্যও কয়েকটি প্রকল্প চালু করার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বুধবারের সভা থেকে দেড় লক্ষ মানুষ পরিষেবা পাওয়ার কথা জানান মমতা। এর আগে উত্তরবঙ্গ থেকে ১২ লক্ষ মানুষের পরিষেবা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। বুধবার প্রায় সাতশো কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি হাওড়ার বিভিন্ন শিল্প পার্কের সব স্টেশন-সহ কর্মসংস্থান নিয়েও দাবি করে বলেন, রাজ্যের সরকার বহু কর্মসংস্থান তৈরি করেছে, আর আগামীদিনে আরো লক্ষাধিক কর্মসংস্থান এই হাওড়ার বাণিজ্য পার্কগুলোতে হবে। এছাড়াও হাওড়া সদর হাসপাতাল ও আমতা হাসপাতাল সহ সাঁকরাইলের হাজি এসটি প্রাথমিক কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য সভা থেকে অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কের মেরামতির জন্য অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ রাজ্য বাজেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আজ আগামী আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করবেন। এবছর লোকসভা নির্বাচনের কারণে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভা নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠন হলে সেই নতুন সরকার ফের বাজেট পেশ করবে। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছেও আবার বাজেট পেশ করার সুযোগ থাকছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের পর ফের বাজেট পেশ করার কোনও ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত দেয়নি রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরির যোগান দিতে রাজ্য বাজেটেই অর্থের সংস্থান করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথার ছাদের ব্যবস্থা করারও সংস্থান থাকছে বাজেটে।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার তিন বছর অর্থ বরাদ্দ না দেওয়ার সমালোচনা করে সেই টাকা রাজ্য সরকার দিতে শুরু করেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। এছাড়াও সভামঞ্চ থেকে নতুন করে লক্ষীর ভান্ডার, সবুজসাথী-সহ রাজ্যের একাধিক প্রকল্পে নতুন নাম সংযুক্তি ও অর্থ বরাদ্দের কথাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন। এছাড়াও বৃষ্টিতে চাষিদের শস্য নষ্ট হয়ে যাওয়া বাবদ আর্থিক ক্ষতিপূরণ বুধবারের সভা থেকে ঘোষণা করা হয়। এগারো লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের একশো দুই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'হাওড়ায় এখন শিল্পে জোয়ার এসেছে। আগামী দিনে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি হবে এই জেলাতেই।'

ইতিমধ্যে হাওড়ায় তৈরি হয়েছে ১৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। রয়েছে ৩৫ টি ক্লাস্টার। সেখানে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ কাজ করে। বেকার ছেলেমেয়েদের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে সরকার এবার যোগ্যশ্রী প্রকল্প চালু করতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি একটা যোগ্যশ্রী প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছি। যারা আইএএস, আইপিএস, ডব্লুউবিসিএস হতে চায় তাদের জন্য এই প্রকল্প। আমি মুখ্যসচিবকে বলব ৫১ টি সেন্টার রয়েছে, আরও ৫০ টি সেন্টার তৈরি করতে। এবার থেকে জেনারেল বিভাগের ছেলেমেয়েরাও বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।' এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে উপকৃত হবেন জেলার প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি যতটা পারছি আমার সাধ্যমতো করছি । আগামীদিনে কী করব সেটা শুনলে চমকে যাবেন। আমি জমিদার নই, জোতদার নই। আমি সরকারে থাকি, একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে। আমি আপনাদের পাহারাদার। আমার একটু সময় লাগবে, কিন্তু আপনাদের মুখে আমি হাসি ফোটাবই।'

বেলগাছিয়ার সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বেলগাছিয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বুধবার দুপুরে বেলগাছিয়ার মিল্ক কলোনির সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেল পৌনে তিনটে নাগাদ আগুন লাগে। প্রথমে চারটি ইঞ্জিন এলেও পরিস্থিতি বুঝে ১২টি দমকলের ইঞ্জিন আনতে হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার বিকেল পৌনে ৪টে নাগাদ সেন্ট্রাল ডেয়ারির নতুন ভবনে আগুন লাগে। সেই সময় সেখানে কাজ চলছিল পুরোদমে। মূলত যে বহুতলে আগুন লেগেছে, সেটা সেন্ট্রাল ডেয়ারির প্রশাসনিক ভবন। কালো ধোঁয়া দেখতে পেয়ে কর্মীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সকলেই বিল্ডিং ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে রওনা দেয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। সূত্রের খবর, বিকেল চারটে নাগাদ খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকল কর্মীদের ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শুরু হয় কুলিং প্রসেস।

আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। কথা বলেন দমকল কর্মীদের সঙ্গেও। ওই ভবনে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁরাও ভিড় করেছিলেন। তাঁদের চোখেমুখে ছিল আতঙ্কের ছায়া। কর্মীদের সঙ্গেও দমকলমন্ত্রীকে কথা বলতে দেখা যায়।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর সুজিত বসু জানান, 'অনেক বড় আগুন লেগেছিল। তবে আমাদের লোকেরা তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ করেছেন।' আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে আগুন লাগার আসল কারণ জানার জন্য তদন্ত হবে বলেও জানান সুজিত। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

জবাবি ভাষণে বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেসকে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: বুধবার লোকসভা-রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণে বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জবাবি ভাষণের শুরুতেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলে দেন, রানি সোনিয়া গান্ধি এবং কমান্ডার রাহুল গান্ধি রাজ্যসভায় আজ অনুপস্থিত। আর এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে নিজের যাবতীয় বক্তব্য পেশ করছেন খাড়গে। রাহুল গান্ধির অনুপস্থিতিকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি মোদি।

এদিন নিজের ভাষণের শুরুতেই মোদি বলেন, 'আগের বলা হয়নি। আমি আগের দিন খাড়গেজির কথা খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। উনি তো সাধারণত এতকিছু বলার সুযোগ পান না। তবে এখন রানি ও কমান্ডার নেই। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন তিনি।' এর পরই যোগ করেন, 'আজ একটা গানের কথা খুব মনে পড়ছে। এয়সা মউকা ফির কাঁহা মিলেগা।'

এখানেই শেষ নয়, রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকেও নজিরবিহীন ভাবে কটাক্ষ করেন মোদি। বলেন, 'একজন তো অন্য কোথায় একটা আছে। তাই আগের দিন বিনোদন কম হচ্ছিল। তবে খাড়গেজিই সেই বিনোদনের শূন্যস্থান পূরণ করছিলেন।' পাশাপাশি প্রাদেশিকতা নিয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করার ডাক দিয়েছিলেন কর্নাটকের কংগ্রেস সাংসদ ডি কে সুরেশ। নাম না করে এদিন সেই প্রাদেশিকতাকে নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর প্রশ্ন, 'এবার উত্তর থেকে দক্ষিণকে আলাদা করার চেষ্টা করছে?'

এদিন এই জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এদিন তিনি বলেন, 'আজকাল দেশে ফের জাত-পাত নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। কেন তারা এই সব কথা তুলছে জানি না। যাইহোক, দলিত, আদিবাসী এবং অনগ্রসর শ্রেণি , জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেস এই তিন জাতির সবথেকে বড় বিরোধী। মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয়, বাবাসাহেব আম্বেদকর না থাকলে, এসসি-এসটি সংরক্ষণ হত কিনা কে জানে?' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে, কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা প্রতিবাদ জানালে, মোদি বলেন, তাঁর কাছে এর প্রমাণ আছে। তিনি জানান, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুই সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও দাবি করেন, কংগ্রেস কখনই ওবিসিদের সম্পূর্ণ সংরক্ষণ দেয়নি। তাই তাদের সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলার অধিকারই নেই।

শাহজাহানের বার্তা নিয়ে ইডি দপ্তরে আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার তাঁর সশরীরে ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর দেখা মেলেনি। এমনকী, ইডির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের কোনও প্রতিনিধিকেও দেখা যায়নি ইডি দপ্তরে। দুপুরের দিকে শাহজাহানের আইনজীবী ইডি দপ্তরে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল শাহজাহানের চিঠিও। সূত্রের খবর, ইডি সেই চিঠি জমা নেয়নি। আইনজীবীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার শাহজাহানের চিঠি নিয়ে ইডি দপ্তরে গিয়েছিলেন এক জুনিয়র আইনজীবী। তিনি বলেন, 'আমাদের সিনিয়র যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করতে এসেছি। চিঠি জমা দিতে এসেছিলাম। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না।' শাহজাহান কোথায় আছেন, এই প্রশ্নেরও কোনও উত্তর দেননি ওই আইনজীবী। চিঠিতে কী বার্তা রয়েছে, তা-ও তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। শাহজাহান কি সময় চেয়েছেন ইডির কাছে? জবাবে

আইনজীবী বলেন, 'হয়তো তাই।'

ইডি দপ্তর থেকে বেরিয়ে আইনজীবী বলেন, 'চিঠি গ্রহণ করা হয়নি। আমরা চিঠি নিয়ে ইডি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বলা হয়, চিঠি গ্রহণ করা যাবে না। কেন চিঠি গ্রহণ করা হল না, আমরা বুঝতে পারছি না। চিঠি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।' আইনজীবী আরও বলেন, 'চিঠিটা ওঁরা খুলে পড়েছেন। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি' চাওয়া হয়। তার পর জানানো হয়, চিঠি গ্রহণ করা যাবে না।' এর আগে আরও এক বার শাহজাহানকে তলব করেছিল ইডি। ২৯ জানুয়ারি তাঁকে সল্টলেকের ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। সেই মতো নোটিস শাহজাহানের বাড়ির দরজায় সেঁটে দিয়ে এসেছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। কিন্তু সে দিন শাহজাহান ইডি দপ্তরে যাননি। কোনও প্রতিনিধিকেও পাঠাননি। এর পর দ্বিতীয় বার তাঁকে ডাকা হয় ৭ ফেব্রুয়ারি।

দিল্লিতে মোদি ও নীতীশের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: জোটবদলের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন নীতীশ কুমার। বুধবার মোদির বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে বিহারের দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি ও বিজয় কুমার সিনহারও। গত ২৮ জানুয়ারি নবমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন নীতীশ কুমার। যোগ দেন বিজেপির এনডি জোটে। তার পরে বলেন, 'যেখানে ছিলাম, আবার সেখানে ফিরলাম। আর কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই নেই। আমরা একজোট থাকব।' উল্লেখ্য, এর আগে পাঁচবার জোট বদলেছেন জেডিইউ সুপ্রিমো। তবে আর 'পালটি' মারবেন না বলেই দাবি নীতীশের।

উত্তরাখণ্ডে পাশ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল

দেরাদুন, ৭ পেব্রুয়ারি: অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে। রাজ্য বিধানসভায় বুধবার এই সংক্রান্ত বিলটি পাশ হয়ে গিয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতির কাছে বিলটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামী সরকার দেশে প্রথম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে চলেছে।

উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় চার দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সেই অধিবেশন শুরু হয়েছিল। বুধবার ছিল তার শেষ দিন। উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার এই অধিবেশনেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাশ করাবে বলে শোনা গিয়েছিল। বুধবার সেটাই হয়েছে বিধানসভায়।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

নির্বাচনের আগের দিন জোড়া বিস্ফোরণ পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনের আগে নাশকতা অব্যাহত পাকিস্তানে। ভোটের ঠিক আগের দিন জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বালুচিস্তান। দুই বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা অন্তত ২৬। জানা গিয়েছে, নির্দল প্রার্থীর নির্বাচনী দপ্তরের সামনেই প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণও ঘটে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের সামনে।

আজ পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। তার আগে সীমান্তবর্তী এলাকায় একাধিকবার নাশকতার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার ভোরবেলায় খাইবার পাখতুনখোয়ার একটি থানায় হামলা চালায় জঙ্গিদের বিশাল দল। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১০ পুলিশকর্মীর। কয়েকদিন আগে এই প্রদেশেই নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে খুন হয়েছেন ইমরান খানের দলের নেতা রেহান জাইব খান। মিছিলেই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে পালিয়ে যায়। আহত হন আরও তিন পিটিআই সমর্থক।

মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ২৬

সেই হামলার স্মৃতি টাটকা থাকতেই ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী বালুচিস্তান। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর নাগাদ নির্দল প্রার্থী আসফানদার খান কাকারের দপ্তরের সামনে প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে জামিয়াত উলেমা ইসলামের কার্যালয়ে। সেখানে আরও ১০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই মুসলিমপন্থী রাজনৈতিক দল হিসাবে পাকিস্তানে কাজ করছে তারা। এর আগেও তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি হামলা হয়েছে বলেই খবর।

ক্রমাগত হিংসার জেরে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবিও উঠেছিল একাধিক শিবিরের তরফে। সেই নিয়ে নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। সীমান্তের প্রদেশগুলোতে লাগাতার হিংসা সত্ত্বেও নির্বাচন পিছোতে নারাজ কমিশন। তবে বৃহস্পতিবার নির্বাচন চলাকালীন আরও নাশকতা হতে পারে বলেই আশঙ্কা ওয়াকিবহাল মহলের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২২ নং এফিডেভিট বলে Md. Nijamuddin Sarkar S/o. Md. Aminuddin Sarkar ও Md. Nijamuddin Sarkar S/o. A. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৫২ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Dutta S/o. Sunil Dutta ও Sanjoy Dutta S/o. S. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৪/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ২৪৫৪ নং এফিডেভিট বলে Smriti Bikash Das ও Smribikash Das S/o. Satyendranath Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৫ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Das S/o. Nirmal Kumar Das ও Samir Das S/o. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৭/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৫২ নং এফিডেভিট বলে Surajit De S/o. Sunil De ও Surajit Dey S/o. S. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০১৬ নং এফিডেভিট বলে Mir Md Yunus S/o. Mir Md Yusuf ও Mir Mhhammad Yonus S/o. Mir Md Yosuf সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২৪ শে মাঘ, বৃহস্পতি বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বী পাদদোষ

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল- ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধরে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে ।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ- বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি।

তুলা রাশি : কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে ।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন,তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিন্যপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ শ্রীশ্রী ছিন্নমস্তাদেবী ও শ্রী শ্রী বগলাদেবীর মর্তে আগমন তিথি। নাট্যাচার্য্য গিরীশ ঘোষে র তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৪১ নং এফিডেভিট বলে Md Hisabuddin Halder S/o. Md. Ismail Halder ও Md Hisabuddin Haldar S/o. Md. M. G. Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪৭ নং এফিডেভিট বলে Devkumar Mukherjee ও Deb Kumar Mukherjee S/o. Ramranjan Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪৮ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Banerjee S/o. Radhika Ranjan Banerjee ও Sanjoy Banerjee S/o. R. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mihir Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Srihari Charan Das ও Lt. H. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪৯ নং এফিডেভিট বলে Samiran Dey S/o. Gokul Chandra Dey ও Samiran De S/o. G. Ch. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Mobarak Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Niyamat Ali ও Sekh N. Lai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর ডিস্ট্রীক্ট জজ আদালত, চুঁচুড়া সদর

২০১৮ সালের ৪ নং- ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী- জয়দীপ চ্যাটার্জ্জী, পিতা- ঁভূদেব চট্টোপাধ্যায়, সাং- বড় জগন্নাথবাড়ী, ঘুটিয়াবাজার, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বড় জগন্নাথবাড়ী ঘুটিয়াবাজার, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩ নিবাসী ঁ মুকুন্দ দেব চট্টোপাধ্যায় এর পুত্র অধুনা মৃত ভূদেব চট্টোপাধ্যায় কৃত ও সম্পাদিত একটি উইলের তপশীল সম্পত্তি যথাক্রমে জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, জে.এল. নং- ১৮, কুলিহান্ডা মৌজা, ওয়ার্ড নং- ১৪, কদমতলা মহল্ল্যা, হোল্ডিং নং-১১৩/৯৮ এর (১) আর.এস দাগ নং- ১৩০১, আর. এস খতিয়ান নং- ১৯৭, এল.আর দাগ নং- ২৭০৫/২৮৭৮ এল.আর খতিয়ান নং- ১৩৮৫, ভিটি জমি, পরিমান-০.০৬২ একর। (২) (এ)-আর.এস খতিয়ান নং- ১৯৮ এল. আর খতিয়ান নং- ১৩৮৫, অকৃঃ আর.এস. দাগ নং- ১৩০২ এল.আর দাগ নং- ২৭১৫, পুকুর- ০.২৬৮ একর। (বি)- আর.এস খতিয়ান নং- ১৯৭, এল.আর খতিয়ান নং- ১৩৮৫ কৃঃ আর.এস দাগ নং- ১৩০৩ (অংশ) এল.আর দাগ নং- ২৭৯৮, বাগান ০.২৩৬ একর মধ্যে ০.১৫৩ একর।

এর জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত দরখাস্তকারী উইলের প্রবেট প্রাপ্তির নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়াছেন। একারনে সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত মৃত ভূদেব চট্টোপাধ্যায় কৃত উইল সম্বন্ধে বা প্রবেট প্রাপ্তির বিষয়ে যদি কোন বক্তব্য থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে আদালতে স্বয়ং কিম্বা নিযুক্তীয় এ্যাডভোকেট মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবেন। নচেৎ এক-তরফা শুনানীর মাধ্যমে কেসের নিঃস্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর তরফ-
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী
এ্যাডভোকেট

ইতি-
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রীক্ট জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

CHANGE OF NAME

Ajay Nath S/o Late Mrinal Kanti Nath residing at Jhilbagan P.O Hatiara, P.S-Ecopark, Kolkata-700157 hereby declares that Ajay Nath and Ajay Kumar Nath is the same and one identical person vide affidavit No.7696 In the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat on 02/12/2023.

কর্মখালি

মধুগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এ এক জন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হবে। Memo No MGP/20/2024, Date 07/02/24 অনুযায়ী আবেদন পত্র জমা দেবার তারিখ ০৮/০২/২০২৪ থেকে ২০/০২/২০২৪ (ছুটির দিন ব্যতীত)। ১) আবেদনকারী কে পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ২) বয়স হতে হবে ০১/০১/২০২৪ অনুযায়ী ২৫ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস। ৪) সাদা কাগজে আবেদনপত্রের সাথে দু কপি রঙিন ছবি সহ ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেটের স্ব প্রত্যায়িত ফটো কপি ও পঞ্চায়েত প্রধানের দেওয়া বাসিন্দা সার্টিফিকেট সহ জমা দিতে হবে। ৫) ছুটির দিন ব্যতীত আবেদনপত্র জমা নেবার সময় বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। আবেদনের বিস্তারিত জানতে পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রধান, মধুগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, কাছারিপাড়া, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

মেদিনীপুর ৭ম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত

Act VIII Case No. 02/2023

গীতা রানী দাস, স্বামী-রতন কুমার দাস, সাং-গোগ্রাস কেশববাড়, পোঃ- রঘুনাথবাড়ি, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। ...দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় নাবালিকা সুপ্রিয়া শীট, পিতা-ঁসূর্য্যকান্ত শীট-এর গার্জ্জেন নিযুক্ত হইবার জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইংরেজী ১২/০৪/২০২৪ তারিখে সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট ঘটিকায় আপনি স্বয়ং বা উকিলবাবু দ্বারা কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে,
BENCH CLERK
শ্রীদুর্গা কিস্কু
A.D.J. 7th Court Paschim Medinipur
02/02/2024

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম চুঁচুড়াস্থিত, জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালত

মিস কেস নং- ৪১/২০২৩

দরখাস্তকারী- শ্রীমতী শুক্লা দে, স্বামী- ঁ বিশ্বজিৎ দে, স্থায়ী সাকিম-রায় বাগান, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৫, বর্তমান সাকিম প্রযত্নে শ্রী শঙ্কর প্রসাদ দে, বিবির হাট, চড়কতলা, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- নং ৭১২১৩৬ পশ্চিমবঙ্গ।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নাবালিকা কোয়েল দে, পিতা- ঁবিশ্বজিৎ দে ও মাতা শ্রীমতী শুক্লা দে এর নামিয় নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দানের প্রার্থনা করিয়া দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

এবিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে তাহা জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, জে.এল. নং- ২১ মৌজা-উত্তরচন্দননগর, আর.এস দাগ নং- ১৮৮৮, এল.আর দাগ নং- ৩৭০৪, এল.আর খতিয়ান নং- ৪৬৪৭, জমির পরিমান- ০.০২৬ একর, এবং পাকা গৃহাদির পরিমান ৫০০ বর্গফুট, ইহা হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির ২৯ নং ওয়ার্ডের রায় বাগান মহল্ল্যার ৮৯/২২/এ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Sisir Saha
এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, হুগলী

NAME CHANGE

I, Rakesh Jaiswal s/o late Singhasan Prasad Jaiswal residing at 477/1 Sarat Chatterjee Road, Bataitala, Howrah 711103. My Aadhar card no being 4580 5526 4292 and PAN No being ARMPJ2908D recorded my name as Rakesh Jaiswal.So I have declared by Affidavit No. 537 dated 07.02.2024 under FIRST CLASS METROPOLITAN MAGISTRATE, AT KOLKATA that my name has been changed from Rakesh Jaiswal to Rakesh S Jaiswal. So, Rakesh Jaiswal and Rakesh S Jaiswal both are the same and identical person.

নাম-পদবী

আমি ফরিদা পারভীন, স্বামী- মৃত শাজাহান আলী, শ্বশুর মশাই- গোলাম রব্বানী আলি, গ্রাম- মুক্তারপুর, পোস্ট- রায়পুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **S.D.E.M** কোর্টের Sl. No. **556** Dt. **02.02.2024** এফিডেভিট বলে আমার স্বামী- **শাজাহান আলী** ও **শাজাহান মন্ডল** এবং শ্বশুর মশাই- **গোলাম রব্বানী আলি** ও **গোলাম রব্বানী মন্ডল** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলেন।

নাম-পদবী

আমি সৌমেন পাল, পিতা- স্বপন পাল, গ্রাম- রায়পুর, থানা-ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **S.D.E.M** কোর্টের Sl. No. **663** Dt. **06.02.2024** এফিডেভিট বলে আমার পিতা-**স্বপন পাল** ও **স্বপন কুমার পাল** এবং আমার দাদু **হরেন্দ্রলাল পাল** ও **হরেন্দ্র নাথ পাল** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজ রাজ্য বাজেট পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আজ আগামী আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করবেন। এবছর লোকসভা নির্বাচনের কারণে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভা নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠন হলে সেই নতুন সরকার ফের বাজেট পেশ করবে। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছেও আবার বাজেট পেশ করার সুযোগ থাকছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের পর ফের বাজেট পেশ করার কোনও ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত দেয়নি রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরির যোগান দিতে রাজ্য বাজেটেই অর্থের সংস্থান করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথার ছাদের ব্যবস্থা করারও সংস্থান থাকছে বাজেটে।

কেন্দ্রের থেকে বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের মজুরির টাকা আছে তেমনই আছে আবাস যোজনার টাকাও। আছে ১০০ দিনের কাজের উপাদান বাবদ বকেয়া তেমনই আছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও। বাকি আছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা। বকেয়ার তালিকায় আছে মিড ডে মিলের টাকাও। এই সব টাকা চেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার দাবি চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রকে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এমনকী, দিল্লিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও করেছেন মমতা। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বাংলার মানুষ তাঁদের হকের টাকা পাননি। এই অবস্থায় গতকালই কলকাতার রেড রোডের ধর্নামঞ্চ থেকেই মমতা ঘোষণা করে দিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা ২১ ফেব্রুয়ারি পৌঁছে দেবে তাঁর সরকার। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হতে চলেছে সেখানেই এই ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ টাকার সংস্থান থাকছে।

১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ৩৭৩২ কোটি টাকা। আর উপাদান বাবদ বকেয়া ৩১৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বকেয়ার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি। মজুরির টাকা সরাসরি মজুরদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা। উপাদানের টাকা ঢোকার কথা গ্রাম পঞ্চয়াতের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র মজুরির টাকা মজুরদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাবার কথা বলেছেন। সেই টাকা রাজ্য বাজেটের মধ্যে রাখা থাকছে। ২১ লক্ষ মজুর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সেই টাকা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এখনই উপাদানের টাকা পাবেন না। আবার আবাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলেও বাড়ি পাননি ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ। তাঁদের ক্ষেত্রে বকেয়ার মোট পরিমাণ ৬৬০০ কোটিরও বেশি। এই টাকাও রাজ্যের তরফে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এক দফাতেই তা দেওয়া হবে না। কয়েক কিস্তিতে তা মেটানো হবে। রাজ্য বাজেটেই প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে বলে খবর।

এদিকে রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়া এবারের অধিবেশনের সূচনা কেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্পিকার। তিনি বলেন, 'রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়া বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়াটা কোনও বেআইনি বিষয় নয়। এটা সংবিধানবহির্ভূত নয়, সংসদীয় রীতিবহির্ভূতও নয়। ১৯৬২ সালের সংসদে একই ভাবে আগের অধিবেশন মুলতুবি করা হয়েছিল। সেবার রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছাড়াই সংসদের বাজেট অধিবেশন বসেছিল। ২০০৪ সালেও একই ঘটনা ঘটেছিল।' তিনি আরও বলেন, 'যে অধিবেশন এখন চলছে, তা গত বছর শীতকালীন অধিবেশনেরই ধারাবাহিকতা। এটি এই বছরের প্রথম অধিবেশন নয়। কারণ, গত অধিবেশনেরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই অধিবেশনটি হচ্ছে । তাই রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে এই বাজেট অধিবেশন শুরু করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফলে আমি এই অধিবেশন শুরুর আহ্বান জানিয়েছি।'

হাওড়ার সভা থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার হাওড়ায় প্রশাসনিক সভা থেকে জেলার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের সেই সভায় বক্তৃতার শুরতেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, জ্বর নিয়েই কথা বলছেন। এ দিন হাওড়া জেলা জুড়ে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করার পাশাপাশি তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলা এক নম্বরে ছিল বলেই টাকা বন্ধ করা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন ফের অভিযোগ করেন, 'কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ দেওয়া নিয়ে বাংলাকে বঞ্চনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। একশো দিনের কাজ, গ্রামীণ রাস্তা, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এক নম্বরে ছিল বলেই বাংলার টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

বলেন, 'গরিব মানুষের জন্য যদি কিছু করতে পারি, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করি । সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করি।' একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে একশো দিনের কাজের ২১ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার হয়েছেন সেই ২১ লক্ষকে মানুষকে তিনি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এর জন্য রাজ্য সরকারের হাজার কোটি টাকা খরচ হবে।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আমলে হওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে সেই প্রকল্পগুলি কীভাবে মানুষের উপকারে এসেছে, সেই নিয়ে বিস্তারিত বলেন। পাশাপাশি তিনি হাওড়ার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, এক সময় হাওড়াকে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার বলা হত। যদিও বাম আমলে এই জেলার পরিস্থিতি বেহাল হয়ে যায় । আবার তাঁর জমানায় হাওড়ার হাল ঠিক করা হয়। সভামঞ্চ থেকেই বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূল সর্বময়ী নেত্রী বলেন, 'আমার নাম আন্দোলন। আমার নাম সংগ্রাম। আমার জন্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আমার মৃত্যুও হবে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ' একই সঙ্গে আগামিদিনে বাংলার জন্য অনেক কিছুই করবেন বলে জানান। কিছুটা রহস্য রেখে তিনি বলেন, ''আগামিদিনে কী কী করব, শুনলে চমকে যাবেন।'

অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার বার্তা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের পাহারাদার। আমি জমিদার নই, জোতদার নই। সরকারি থাকি আপনাদের পাহারাদার হিসেবে।'

বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বিধানসভার অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবারের পর বুধবার। রাজ্যে মহিলাদের ওপরে নির্যাতন ইস্যুতে বিজেপির আনা মুলতুবি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এদিন রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সভার প্রথমার্ধে ওই মুলতুবি প্রস্তাব আনেন বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিও দাবি করেন তিনি। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব পাঠ করতে দিলেও আলোচনার অনুমতি দেননি। এরপরই বিধানসভায় কালো কাপড় নেড়ে প্রতিবাদ জানান বিজেপির বিধায়করা। সরকার পক্ষের মহিলা বিধায়করা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিবাদ জানান। দুপক্ষের চাপান উতরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ১০ মিনিট চিৎকার চেঁচামেচি করার পর অধ্যক্ষ অধিবেশনের বিরতি ঘোষণা করেন। অধ্যক্ষের তরফ থেকে বিরতি ঘোষণা হলে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার সাউথ গেটের বাইরে এসে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন। এ দিন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল অভিযোগ করেছেন, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে সুরক্ষিত নয় মেয়েদের সম্মান ।

বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং মহিলা ও শিশুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে যে এ দিন মুলতুবি প্রস্তাব জমা করা হবে আগেই জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই মতো এ দিন প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে ওই প্রস্তাব উত্থাপন করেন মালতী রাভা রায়, সুমিতা সিন্হা, চন্দনা বাউরি, শিখা চট্টোপাধ্যায়, তাপস মণ্ডল, অগ্নিমিত্রা পল ।

এই ঘটনায় তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ান দাবি করেন। যদিও এ দিন বিধানসভায় ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের এই প্রস্তাব পাঠ ছাড়া আর কোনও কিছুর অনুমতি না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত 'পুলিশ মন্ত্রী ধিক্কার' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে হইচই করতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়কেরা। নিজের আসনে দাঁড়িয়েই সরব হন তাঁরা। কালো কাপড় ছিল তাঁদের হাতে। সেটা নিয়েও তাঁরা চিৎকার করতে থাকেন। দশ মিনিটেরও বেশি এই পরিস্থিতিতে চলতে থাকে সভার কাজকর্ম। এরপর বিরতি ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সময়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার দক্ষিণ দিকের গেটে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

এরপর আলোচনার সুযোগ না দেওয়ার জন্য কড়া সমালোচনা করেন অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারী নির্যাতন হচ্ছে শিশুদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে বিধানসভাতেও আপনারা বলতে দেবেন না। তাহলে কিসের জন্য বিধানসভা রেখেছেন? সব বন্ধ করে দিন।' শাসকের বিরুদ্ধে বিরোধীদের কণ্ঠরোধেরও অভিযোগ করেছেন তিনি। এদিকে বিরোধীদের আচরণ নিয়ে পাল্টা তোপ দেগেছে শাসক দল। যেভাবে দিনের পর দিন বিধানসভার অধিবেশন বানচাল করার জন্য বিরোধী দল উঠে পড়ে লেগেছে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মানুষের সমস্যার কথা বলার জন্য, সরকারকে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আক্রমণ করার জন্য বিধানসভার কক্ষকে ব্যবহার না করে বিজেপি, টিভির পর্দায় টিঁকে থাকার জন্য বিধানসভার বাইরেটাকে বেশি ব্যবহার করছে। ৩৩ বছরের পরিষদীয় জীবনে এত দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধী দল কখনো দেখিনি।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিয়ে এল বিওআই মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রাহকদের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গর্বের সঙ্গে তাদের সর্বশেষ উদ্যোগ বিওআই মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ঘোষণা করল। আর্থিক ক্ষমতায়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বিওআই মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্ট ও নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক এমনটাই দাবি করা হচ্ছে এই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের তরফ থেকে। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জোনাল ম্যানেজার প্রভাত কুমার সিনহা জানান, বিওআই-এর মাল্টি অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউশন মিউচুয়াল ফান্ডের সূচনা আমাদের গ্রাহকদের কাছে স্বচ্ছ এবং লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রস্তুত।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৪ মাঘ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

পুরসভার দুর্নীতি রুখতে এবার ক্ষমতা বৃদ্ধি জেলাশাসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভার দুর্নীতি রুখতে এবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি। আর সেই কারণেই জেলাশাসকদের হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দেওয়াও হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। আর এই ক্ষমতা বৃদ্ধির জেরে এখন থেকে জেলাশাসকরা প্রয়োজনে আধিকারিক পাঠিয়ে পুরসভাগুলিতে নিয়মিত নজরদারি চালাতে পারবেন। তাঁদের অধীনে যে সব অফিসাররা কাজ করেন, তার মধ্য থেকেই পুরসভাগুলিতে নজরদারির জন্য পরিদর্শক মনোনীত করবেন জেলাশাসকরা। দরকার হলে পুরসভার রেজিস্ট্রার, বুকস, অ্যাকাউন্টস সহ সমস্ত সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে দেখতে পারবেন। আর এই নজরদারি চলাকালীন কাজকর্মে কোনও গরমিল পাওয়া গেলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে রিপোর্টও করবেন জেলাশাসকরা। আর এই রিপোর্ট অনুসারেই সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে পুর দপ্তর। এখানেই শেষ নয়, ভবিষ্যতে পঞ্চায়েতের মতো পুরসভাগুলিকেও জেলাশাসকদের অধীনে আনার ভাবনা-চিন্তা করছে রাজ্য সরকার।

এদিকে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, সারা রাজ্যে মোট ১২৫টি মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে। এই সব পুরসভার প্রশাসনিক প্রধান হলেন চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত আইএএস কিংবা ডব্লুবিসিএস অফিসারদের এই পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। চাকরি বাঁচানোর জন্য তাঁদেরকে পুরসভার চেয়ারম্যানের কথা শুনে চলতে হয়। ফলে পুরবোর্ডের কর্তারা কোনও বেনিয়ম করলেও সিইও-দের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। তাই দুর্নীতি আটকাতে জেলাশাসক বা ডিএম-রা এখন থেকে সরকারের চোখ কান হিসাবে কাজ করবেন। এদিকে নবান্ন সূত্রের খবর, এতদিন পর্যন্ত পুরসভাগুলির উপর নজরদারি করত রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। সেখানে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় থাকছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা মাঝে মধ্যেই পরিদর্শনে যেতেন। তারাই সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসেব খতিয়ে দেখতেন। কিন্তু এখন থেকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বদলে সেই কাজ করবেন জেলাশাসকরা।

এই প্রসঙ্গে নবান্নের সূত্রে খবর মিলছে, পুরসভাগুলি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় তাদের উপর নিয়মিত নজর রাখা পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাৎই জেরে নানা ধরনের বেনিয়মের ঘটনা ঘটছে। আর এই বেনিয়মের ঘটনা সামনে আসলে ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে রাজ্য সরকারেরই। আর এই প্রসঙ্গেই সামনে এসেছে সম্প্রতি পুর নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনা। যার তদন্তে নেমে সিবিআই এবং ইডি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যান, মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্যদের দফায় দফায় জেরাও করেছে। এবার এই ধরনের ঘটনা রুখতে পুরসভাগুলিকে প্রত্যক্ষ নজরদারির আওতায় আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেইকারণেই ডিএম-দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এই দায়িত্ব।

ত্রিকোণ প্রেমের বলি আশুতোষ কলেজের ছাত্র তারাশংকর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল আশুতোষ কলেজের ছাত্র তারাশংকর সরকারের। আরামবাগে বাড়ি ছিল তাঁর। গত বছরের নভেম্বর মাসে তৃতীয় সেমেস্টারের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের পড়ুয়ারা এক্সকারসনের জন্য বারবিলের জন্য রওনা দেন। বারবিল থেকে কিছু দূরে একটি নদী এবং জলপ্রপাত দেখার জন্য নামেন পড়ুয়ারা। সেই জলপ্রপাত দেখার সময় দুপুর ১২টা নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনাটি। তারা শংকরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

তবে এই ঘটনা দুর্ঘটনা নয়। ত্রিকোণ প্রেমের বলি হয়েছেন তারাশংকর সরকার। এমনটাই হাইকোর্টে দাবি করল মৃতের পরিবার। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। পরিবারের সদস্যদের তরফ থেকে অভিযোগের তির উঠেছে মৃত তারাশঙ্করের এক সহপাঠীর দিকে। বুধবার মৃতের পরিবারের আইনজীবী হাইকোর্টে জানান, অন্য এক কলেজের পড়ুয়া বান্ধবীকে নিয়ে কিছুদিন ধরে ওই বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল তারাশংকরের। পরিবারের আশঙ্কা ত্রিকোণ প্রেমের শিকার তারাশংকর। তারই জেরে এক্সকারশনে গিয়ে ঝর্নায় তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। এদিকে যাঁর নামে অভিযোগ, তিনিও একইসঙ্গে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন বলে দাবি কলেজের শিক্ষকদের। পরে তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বলেও

মামলা হাইকোর্টে

তারাশংকর পরিবারকে ফোনে জানান কলেজের শিক্ষকরা। কিন্তু তারাশংকর দাদা সেখানে গিয়ে দেখেন ওই সহপাঠী স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘটনার দু'দিন পরে দেহ উদ্ধার হয় তারাশংকরের।

প্রসঙ্গত গত নভেম্বর মাসে ঝাড়খণ্ডে কলেজ এক্সকারশন সেরে ফেরার পথে ওড়িশার কেওনঝড়ে একটি জলপ্রপাত দেখতে যান তারাশংকর ও তাঁর বন্ধুরা। সেই সময় তারাশংকর ও আরও এক ছাত্র জলপ্রপাতে পড়ে যান। যদিও সেই বর্তমানে ছাত্র ঠিকই আছেন। কিন্তু তারাশংকরের আর ফেরা হয়নি। আর সেই কারণেই সন্দেহ হয় পরিবারের। সেই সময় জানা যায়, তারাশংকরের বন্ধু আগে পড়ে গিয়েছিলেন ওই ঝরনায়। এদিকে এই ঘটনার পর লাগাতার তল্লাশি চালিয়ে দেহ উদ্ধার করে এনডিআরএফ। তারাশংকরের মৃত্যুতে ঘিরে আইনি পথে হাঁটার কথা আগেই জানিয়ে দেয় সরকার পরিবার। সেই সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং যে বন্ধু তাঁকে জলপ্রপাতের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ, উভয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন তারাশংকরের পরিবারের সদস্যরা। আর এদিনের শুনানিতে সেই এই অভিযোগই আদালতে তোলা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে।

এখানেই শেষ নয়, ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে আরামবাগ থানা ও ওড়িশা পুলিশের বিরুদ্ধে। কোনও তদন্ত না করেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়। আর এই মামলা ফেলেও রাখা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন মৃত তারাশংকরের পরিবারের সদস্যরা।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশের পরও এই মামলায় বৃহস্পতিবার ওড়িশা সরকারের তরফে শুনানিতে কেউ হাজির ছিলেন না। তাই রাজ্যকে ফের ওড়িশা সরকারের কাছে এই নির্দেশের কপি পাঠিয়ে আগামী শুনানিতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ মার্চ।

চাকরি পেলেও শিক্ষকদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করবেন তো!

শিক্ষক নন, পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তিত বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এদিকে নিয়োগ দুর্নীতির মামলা চলাকালীন শুধুমাত্র দুর্নীতি নিয়ে নয়, প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। স্কুলগুলির বেহাল অবস্থা, ছাত্র সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বিচারপতি বসুর এজলাসে। আর এবার শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে।

চাকরির দাবিতে বছরের পর বছর রোদ-জল মাথায় নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাকরি প্রার্থীরা। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের চাকরি মেলেনি। বদলে চাকরি করছেন অযোগ্যরা। এমন অভিযোগ উঠেছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রায় সর্বস্তরের নিয়োগের ক্ষেত্রেই। আর এই ইস্যুতে আদালতে একের পর এক মামলা চলছে।স ঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ধরাও পড়েছেন বঙ্গরাজনীতির বড় থেকে মাঝারি নানা ধরনের মাথারা। এদিকে এই চাকরি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠকও করতে দেখা গিয়েছে শিক্ষামন্ত্রী থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাদেরও। এই সমস্যায় এগিয়ে এসেছেন শাসকদলের অন্যান্য নেতারাও। কিন্তু আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না চাকরি প্রার্থীরা।

আদালতের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁরাও চাকরির দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এদিকে এবার একটা বড় প্রশ্ন কিন্তু আদালতে উঠে গেল। আর তা হল, চাকরিটা হলে শিক্ষকের প্রকৃত ভূমিকা পালন তাঁরা করতে পারবেন কি না তা নিয়েও। আর এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর মন্তব্য, 'ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি শিক্ষকদের জন্য চিন্তিত নই।'

প্রসঙ্গত, বুধবার রাজ্য সরকারের তৈরি করা সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়ে মামলা উঠেছিল বিচারপতি বসুর এজলাসে। এই মামলার শুনানি চলাকালীন, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, 'এই পোস্টটা তৈরি হয়েছে চাকরিহারাদের চাকরি দেওয়ার জন্য। ওরা প্রতিদিন কুমিরের কান্না কাঁদছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এরপরই তিনি বলেন, আমি শিক্ষকদের জন্য চিন্তিত নই, কারণ তারা চাকরি পাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করবে। এরপর বলবে আমাকে বাড়ির কাছে বদলি দাও। আজ উৎসশ্রী, কাল শুভশ্রী বলে আবেদন করবে। বেতন সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে। আসল কাজ করবে না, পড়াবে না।'

বিধায়ক তহবিলের অর্থে ভাটপাড়া হাসপাতাল এক্সরে-ইউএসজি মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'রেফার রোগে'র অভিযোগ ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বিরুদ্ধে। যদিও হাসপাতালের তরফে বক্তব্য, চিকিৎসার যথাযথ সরঞ্জাম না-থাকায় সমস্যা। হাসপাতালের উন্নয়নে একাধিকবার হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য কারনে বিধায়কের সহযোগিতা নেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে সেই জট কেটেছে। 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে' বিধায়ক পবন কুমার সিং তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে হাসপাতালের উন্নয়নে ২৯.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। ওই টাকায় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে এক্সরে ও ইউএসজি মেশিন। হাসপাতালের উন্নয়নের বিষয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, 'এখানে রোগীদের চাপ আছে। কিন্তু চিকিৎসক ও সরঞ্জামের অভাবে পরিষেবা ঠিকমতো মিলছে না। তাই জরুরি ভিত্তিতে আসা রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়।' পবনের কথায়, জুটমিল অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় মূলত এই হাসপাতালে গরিব মানুষজন চিকিৎসার জন্য আসেন। তাই হাসপাতালে হাসপাতালের পরিষেবা

উন্নত করার জন্য তিনি সর্বোতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। তার বিধায়ক তহবিলের অর্থে আপাতত এক্সরে ও ইউএসজি মেশিন মিলেছে। কিন্তু হাসপাতালের হাল বদলের জন্য প্রয়োজনে আগামীদিনে তিনি আরও সরঞ্জামও প্রদান করবেন। হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম বলেন, 'বিধায়ক তহবিলের অর্থে তারা এক্সরে ও ইউএসজি মেশিন পেয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় আরও কিছু সরঞ্জাম মিললে পরিষেবা আরও ভালো দেওয়া যাবে।'

বাইপাসে তৈরি হচ্ছে সরস্বতী পুজোর মণ্ডপ। ছবি: অদিতি সাহা

খেলাধূলার পরামর্শ ডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশকর্মীদের খেলাধূলার জন্য সময় বের করার পরামর্শ দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বুধবার ব্যারাকপুর লাটবাগান সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন ময়দানে রাজ্য পুলিশের ৫৮ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এসে রাজীব কুমার বলেন, চাকরি জীবনে পুলিশকর্মীরা খুব ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন। খাওয়া-দাওয়া করার সময়ও থাকে না পুলিশকর্মীদের। তবুও শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় খেলাধূলারও গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পুলিশ কর্মীদের খেলাধূলার জন্য সময় বের করতে হবে। এদিন ডিজি ছাড়াও হাজির ছিলেন রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর অতিরিক্ত মহা নির্দেশক সঞ্জয় সিং, রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর মহানির্দেশক অনুজ শর্মা, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া-সহ অন্যান্য পুলিশ অধিকারিকরা।

কারিগরি দপ্তরের দুর্নীতির অভিযোগে ডেপুটেশন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে নিউটাউন কারিগরি ভবনের সামনে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখান হল। এই বিক্ষোভে অংশ নেন রাজ্যের ৭০ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরাও। বিক্ষোভ আটকাতে ঘটনাস্থলে হাজির হয়বিধাননগর কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষকে কারিগরি ভবনে ঢুকতে বাধা দেওয়া হলেও পরে বাকবিতণ্ডার পর পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনের অধীনে ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্পে ২০১৩ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ১৩ টি বৃত্তিমূলক বিষয় যেমন ইনফরমেশন টেকনোলজি, রিটেল, হেল্‌থ কেয়ার, অটোমোটিভ , হসপিটালিটি এণ্ড ট্যুরিজম, প্লাম্বিং, অ্যাপারেল মতো নানা বিষয়ে শিক্ষাদান চললেও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি এখানে বিপুল অঙ্কের দুর্নীতি হয়েছে। সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থ বিভিন্ন প্রাইভেট এজেন্সীর মাধ্যমে দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, শিক্ষকদের বেতন গত ১১ বছর ধরে অনিয়মিত। এদিকে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রাইভেট এজেন্সি দিয়েশিক্ষকদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ লুট হয়েছে। এমনকী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের টাকা, হাতে কলমে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবের সরঞ্জামের টাকাও লুট করা হয়েছে। যার ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ল্যাবের সরঞ্জাম মেলেনি এবং ল্যাবের পরিকাঠামো পর্যন্ত নেই। শিক্ষিকারা যাঁরা দীর্ঘ বছর ধরে এখানে শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের মাতৃত্বকালীন সময়ে ছাঁটাই করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে বুধবার কারিগরি দফতরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকারের অধিকর্তা ও বিশেষ সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেন। যেখানে শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ এবং বেতন কাঠামোর ব্যাপারেও উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানান, আমরা ১০ দিনের মধ্যে দ্রুত সমাধান করতে বলেছি, এখানে শ্রম আইন পরিকল্পিতভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে যা করা যায়না কখনও, দুর্নীতি বন্ধ করে এই সমস্যার সমাধান না হলে পরবর্তীতে লাগাতার বিক্ষোভ চলবে কারিগরি ভবনে এবং বিক্ষোভের পাশাপাশি আদালতে যাওয়া হবে এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে।

যাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা ও সুলভ স্যানিটেশন সুবিধা দিতে উদ্যোগী রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগ সমস্ত যাত্রীদের পরিচ্ছন্ন ও সুলভ স্যানিটেশনের সুবিধা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হচ্ছে । শিয়ালদা বিভাগে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লটে যাতে অত্যধিক টাকা না চাওয়া হয় সেদিকে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি পূর্ব রেলের। এই প্রসঙ্গে আমজনতাকে এই বার্তাও পূর্ব রেলের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে যে, প্রস্রাবের জন্য ১টাকা করে ধার্য করা হয়েছে। এই সার্কুলারের আগে, এই সুযোগ-সুবিধাগুলি মিলতো বিনামূল্যেই এমনটাই দাবি পূর্ব রেলের। তবে এই বিসেষ পরিষেবা দেওয়া জন্য বেশ কিছু সংস্থাকে যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে তারা এক্ষেত্রে অনেক বেশি অর্থ দাবি করছেন। যার জেরে সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, শিয়ালদা বিভাগ ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি সচেতনতা প্রচার অভিযানও চালানো হয়। যেখানে আদতে ঠিক কতটাকা ধার্য করা হয়েছে সে ব্যাপারে যাত্রীদের জানানোর পাশাপাশি অত্যধিক অর্থ চাওয়া হলে তা রেল কর্তৃপক্ষকে জানাতেও বলা হয়। এই প্রসঙ্গে পূর্বে রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের ফলে ইতিবাচক ফল মিলেছে। নিয়ম ভাঙায় জরিমানা বাবদ ১১ হাজার ৫০০টাকা পেয়েছে পূর্ব রেল। এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দীপক নিগম জানিয়েছেন, পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের ক্ষেত্রে নূনতম টাকা নেওয়া হলেও কোনও লাইসেন্সি অত্যধিক টাকা চাইলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর পাশাপাশি পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, এটি অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ এবং একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন সমস্ত যাত্রীদের ন্যায্য মূল্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নৈহাটির ফেরি সার্ভিস বড়মার নামে করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও সচল করতে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হাওড়া জেলা থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের তিনি উদ্বোধন করলেন। সেইসঙ্গে হুগলি নদীর তীরবর্তী একাধিক ফেরিঘাটের নবনির্মিত জেটি ও পনটুন জেটির ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবনির্মিত নৈহাটি ফেরিঘাটের জেটিরও তিনি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। সেইসঙ্গে হালিশহর পুরসভার জুটমিল ফেরিঘাটে এবং ভাটপাড়া পুরসভার আতপুর ফেরিঘাটে গ্যাঙওয়ে ও পনটুন (ভাসমান) জেটির ভার্চুয়ালি

তিনি শিলান্যাস করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পর নৈহাটি মেছুয়া ফেরিঘাটের নবনির্মিত জেটি ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, বড়মা মানুষের কাছে আবেগের। বড়মার খ্যাতি এখন বাংলা ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। তাই নৈহাটির মেছুয়া ফেরিসার্ভিস নামকরণ পরিবর্তন করে 'বড়মা ফেরিসার্ভিস' নামকরণ করার জন্য রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে। অপরদিকে হালিশহর পুরসভার পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষ বলেন, 'জেটি নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে'।

সপ্তাহের শেষে ফের পারদ পতনের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে শীত কার্যত উবে গিয়েছিল গোটা বাংলা থেকেই। শীতের দাপট কমেছিল উত্তরবঙ্গ থেকে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, ফের সামান্য পারদপতন হবে। আবারও উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ার দাপট বাড়বে বাংলার বুকে। এই পারদপতন দেখা যাবে জেলাতেও।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, সরস্বতী পুজো পর্যন্ত তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে।তবে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আর নেই। শীতের আমেজ সামান্য ফিরতে পারে সপ্তাহের শেষে।আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে কলকাতায় বর্তমানে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকলেও শনিবারের মধ্যে তা ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যেতে পারে।বুধবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬৬ থেকে ৯২ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২০ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।তবে কলকাতাতে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা নামার আর সম্ভাবনা নেই। ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠানামা করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

সামান্য কমলেও ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরেই থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার সকালের দিকে কুয়াশা ছিল। বেলা বাড়লে পরিষ্কার হয় আকাশ। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই ছিল সকালে কুয়াশা। এদিন কলকাতার তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যাবে। এদিন সকালে শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৬৬ থেকে ৯২ শতাংশের আশপাশে।

তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামবে। ওই সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে। তবে ঠান্ডা যে খুব একটা বেশি স্থায়ী হবে এমনটা নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ফের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে ভ্যালেন্টাইন্স ডে, সরস্বতী পুজোয় পারা উপরের দিকেই থাকতে পারে। অন্য দিকে আগামী চারদিন উত্তরবঙ্গের আবহওয়া মোটের উপর শুষ্ক থাকবে। তবে নামবে তাপমাত্রা।

সম্পাদকীয়

সংসার চালিয়ে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস ক্রয়ের ক্ষমতা অনেকেরই নেই

২০১৬ সালের ১ মে প্রধানমন্ত্রীর নামে উজ্জ্বলা যোজনা চালু হয়। দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারকে নিখরচায় রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া এবং বছরে ১২টি গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তুকিতে দেওয়ার কথা বলা হয় এই প্রকল্পে। উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মানবিক। মূলত গ্রামাঞ্চলে রান্নার জন্য কাঠ, গাছপাতাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। এতে রান্নাঘরে অনেকটা সময় কাটানো মহিলাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পাশাপাশি, বায়ুদূষণেরও অন্যতম বড় কারণ রান্নার ধোঁয়া। মূলত এই দুটি কারণেই গ্যাস ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দিতে উজ্জ্বলা প্রকল্পের সূচনা। এই প্রকল্পে নথিভুক্তের সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়েছে। এই প্রকল্পে এখন প্রতি সিলিন্ডারে ভর্তুকি মিলছে ৩০০ টাকা। ভর্তুকির পরও রান্নার গ্যাস কেনার সামর্থ্য গ্রামীণ বহু পরিবারেরই নেই। অথচ 'সাফল্যে'র মোড়কে প্রকল্পে নাম নথিভুক্তকরণের তথ্যকে সামনে রেখেই আদিগন্ত প্রচার চালাচ্ছে মোদিবাহিনী। কিন্তু সত্যিই যে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি 'সফল' হয়নি, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি তথ্যেই তা পরিষ্কার। বাস্তব সত্যটা হল, উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাসের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও বহু পরিবারই আবার কাঠ কয়লার উনুনেই রান্নার ব্যবস্থায় ফিরে গিয়েছেন। প্রকল্পের এই নগ্ন চেহারাটা তুলে ধরে প্রকৃত অবস্থাটা সামনে আনবে মোদিবাহিনী, এমনটা প্রত্যাশা করা যায় না। দেশের বাস্তব ছবিটা হল, রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে গ্রাম বাংলার বহু দরিদ্র মানুষই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছেন শুকনো কাঠ, পাতা। রান্নার গ্যাসের সঙ্গে খাদ্যপণ্যের অগ্নিমূল্য দরিদ্র পরিবারগুলির জীবনধারণকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। কোনওরকমে সংসার চালিয়ে উজ্জ্বলার ভর্তুকির ১২টি গ্যাস কেনার মতো টাকা তাঁদের অনেকেরই হাতে নেই। ফলে বছরে দু' থেকে তিনটি গ্যাস কিনেই থেমে থাকতে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল, গ্রামীণ অধিকাংশ পরিবারে গ্যাস ওভেনের স্থান হয়েছে তাঁদের শোবার ঘরে। রান্নাঘরে ফিরে এসেছে মান্ধাতার আমলের উনুন। তার হাত ধরে কাঠ-কয়লা-আগাছা, যা পরিবেশে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। জানা যায়, শুধু গ্যাস সিলিন্ডার কেনার টাকা নেই বলে এই বাংলাতেই ১ কোটি ১০ লক্ষ পরিবার উনুনের উপর নির্ভরশীল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ রাজ্যে বাতাসে যে ভাসমান দূষণ রয়েছে তার ৫০ শতাংশ আসছে এই উনুনের ধোঁয়া থেকে। আসলে কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়লেও সাফল্যের প্রচার চলছেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, মোদির উজ্জ্বলা যোজনা চালুর পরেও দেশে গ্রামাঞ্চলের ৪৭ শতাংশ পরিবার উনুনের উপরই এখনও নির্ভরশীল আছেন। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলে বলেছেন, উজ্জ্বলা যোজনার বাইরেও যে বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে আছেন তাঁদের কী হবে? যদিও এই প্রকল্পটি চালুর সময় বিজেপি বলত, রান্নায় উনুনের ধোঁয়া থেকে মেয়েদের শরীরে ৪০০ সিগারেটের সমান ধোঁয়া ঢোকে। প্রধানমন্ত্রী তা থেকে রক্ষা করেছেন মহিলাদের। অদৃষ্টের পরিহাস, উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসের সংযোগ নিয়েও অনেকেই আবার ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন কাঠ-পাতা বা উনুনের জগৎ-এ।

জন্মদিন

আজকের দিন

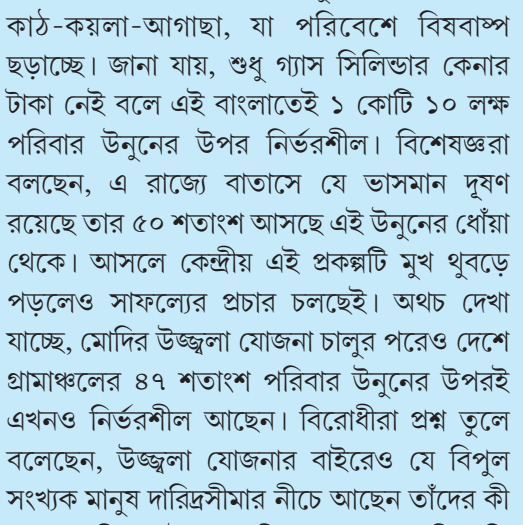

জগজিৎ সিং

১৮৯৭ ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেনের জন্মদিন।
১৯৪১ বিশিষ্ট গজল গায়ক জগজিৎ সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৬৩ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আজহারউদ্দিনের জন্মদিন।

অভিন্ন দেওয়ানী বিধি একটি ভারী পাথর

দেবজিৎ ভট্টাচার্য

২০১৪ সাল, আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি'র নির্বাচনী ইস্তাহার, 'বিজেপি বিশ্বাস করে যতক্ষণ না ভারত একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লিঙ্গ সমতার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, যা সকল নারীর অধিকারকে সুরক্ষিত করে। এছাড়া বিজেপি প্রচলিত শ্রেষ্ঠ প্রথাগুলিকে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে সমন্বিত করার মাধ্যমে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া তৈরির জন্য তার অবস্থানকে পুনর্ব্যক্ত করে।' আজ প্রায় দশবছরের মাথায় এসে এমনটা নিশ্চই কোন সাধারণ মানুষ মনে করে না যে, আরএসএস বিজেপি লিঙ্গ সাম্যতা বা নারী অধিকার সুরক্ষিত করতে চাইছে! যারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও খানিকটা হলেও মনে করতেন তারাও বৃজভূষণ'-এর হম্বিতম্বি দেখার পরেও বিজেপি সরকারের নিরবতা পালন করা দেখে নির্ঘাত নিজেদের মত বদলে ফেলেছেন। কী ফেলেননি? যদি বিজেপির 'রাম পাঁঠা' হয়ে না থাকেন তবে অবশ্যই বদলে ফেলবেন। তাহলে এই 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' নিয়ে ওদের কিসের এতো মাতামাতি বর্তমানে? কেনই বা লাগু করতে চাইছে? এই বিষয়টি সঠিক ভাবে বুঝতে চলুন খানিক ইতিহাসের কাদা ঘেঁটে আসি আগে।

ইতিহাস বড়ই অস্বস্তিকর

ঐতিহাসিক ভাবে 'অভিন্ন দেওয়ানী বিধি' ধারণাটি ,উনিশ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে ইউরোপীয় দেশ গুলিতে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে, ১৮০৪ সালের 'ফরাসি কোড', যা সেই সময়ের প্রচলিত সব ধরনের প্রথাগত আইনকে নির্মূল করে এক 'অভিন্ন বিধি' দ্বারা সেগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে। যেখানে সবার জন্যে আনা হয় এক আইন; এটি পরবর্তীকালে ইউরোপিয়ান কর্মকর্তারা তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। তারা এটি কে একটি বৃহত্তর ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অংশ হিসেবে ব্যবহার করে, আমাদের দেশের মানুষকে 'সভ্য' করে তোলবার গল্প শুনিয়ে। কিন্তু তারাও পিছু হটতে বাধ্য হয় -১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে। তখন থেকেই তারা বুঝতে থাকে ইউরোপ আর এদেশের সামাজিক পরিস্থিতি ও তার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং ঐক্যের জায়গায়গুলি এক নয়। এরপর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ'রা স-শরীরে ভারত ছেড়ে যাওয়ার পরেই ভারতের শাসকশ্রেণী অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে; ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে সংবিধান সভায় বিষয়টি নিয়ে ভারী বিতর্কও চলতে থাকে। সংখ্যালঘু ধর্মের সদস্যরা জানান, এই বিধির প্রয়োগ হলে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' বিপন্ন হয়ে পড়বে। ফলতঃ তখন সেটি চালু না হলেও সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে গৃহীত হয়। বিধির প্রণয়ন এবং প্রয়োগের দায়িত্ব ভবিষ্যতের সংসদ এবং সরকারের উপরে গিয়ে বর্তায়। যাতে বলা হয়, দেশের অগ্রগতি স্বার্থে 'এক দেশ এক আইন', বিশেষ পরিস্থিতে চালু করা জরুরি। আবার সংবিধানের ২৫ ও ২৬(বি) অনুচ্ছেদ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের পথেও প্রশ্ন তোলে। কারণ এতে বলা হয়, প্রতিটি ধর্ম ও জাতির নিজস্ব স্বাধীকার রয়েছে। এমনকি ২৬(বি) অনুচ্ছেদে, ধর্মীয় বিধি অনুসরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ধর্মকে সম্পূর্ণ স্বাধিকারও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হিসেব মতন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মতন যে কোন আইন-ই ধর্ম-জাতির অন্তর্গত পারিবারিক আইন পালন এবং বিশেষ মর্যাদাগুলির ক্ষেত্রে ঢুকতে পারবে না কখনোই। কিন্তু কেবল ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ ধরেই আরএসএস-বিজেপি আজ এটি লাগু করতে চায়, এই সাংবিধানিক গেঁড়াকল কাজে লাগিয়ে। এ-বিষয় আসছি পরে! আগে বলে নি, ১৯৬২ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এনআর আয়েঙ্গার তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিলেন, তসমতা প্রতিষ্ঠার নামে কোনও ধর্মকে তার অস্তিত্ব বা পরিচিতি থেকে বিচ্যুত করতে পারা যায় কি না, সংসদের তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত ।ত ২০১৭ সালে আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপির নেতৃত্বে 'অভিন্ন দেওয়ানী বিধি'র খসড়া তৈরি শুরু হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের আরেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি -বলবীর সিংহ চৌহানের নেতৃত্বাধীন ২১তম আইন কমিশন ২০১৮ সালে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক সংগঠনের মতামত নিয়ে তাঁদের রিপোর্টে জানায়, এদেশে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পার্সি, জৈনদের একই আইন চালু করার প্রয়োজন নেই। ২০১৭ সালে পর্যালোচনা করেও দেখা গিয়েছিল, ব্যক্তিগত আইন সংশোধন করে মেয়েদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, এদেশে। তবুও আজ আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি এই সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে উঠে ২২তম আইন কমিশন বানিয়ে 'এক দেশ এক আইন' বলবৎ করতে চাইছে। শোনা যাচ্ছে, সম্ভবত এই আইনটি বিশেষ চার দিনের অধিবেশনে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার লাগু করতে চাইছে, দেশের সমতা বজায়ের ধুয়ো তুলে।

সুতরাং ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয় একক আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি দলটি-সহ্ যে কোন রাজনৈতিক দলেরই এই বিধি চালু করবার কোন কারণ নেই, অন্তত পক্ষে এই মুহূর্তে নারী অধিকারের গল্প কথা শুনিয়ে। যা অযথাই দেশের সমস্ত ধর্ম-জাতি-গোষ্ঠী ও ব্যক্তি মানুষ, তথা দেশের বহুমাত্রিকতায় আঘাত হানবে।

বর্তমানও সুখকর নয়

তাহলে এবার আসি মূল জায়গায় আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি কেন এটি আজ লাগু করতে উঠে পরে লেগেছে? গত বছরের ২৭ জুন ভোপালে বিজেপির কর্মসূচিতে মোদী বলছেন, ''দেশের এক একটি জাতি-সম্প্রদায়ের জন্য যদি এক এক রকম আইন থাকে, তা হলে দেশ এগোতে পারে না। সংবিধানেও সকলের জন্য সমান আইনের কথা বলা আছে।''

বিশ্বায়ন পরবর্তী বিশ্বের টালমাটাল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এর প্রধান কারণ হলো -সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি প্রসার ঘটানো। লগ্নিপুঁজির প্রসার থমকে যাওয়া ফলে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ আজ খাঁচায় বন্দী ভুখা বাঘের মতন হিংস্র। তাই এই আইন বলবৎ হওয়ার সাথেই জড়িয়ে আছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীগুলির ভারতের বাজার দখলের ব্যবসায়িক স্বার্থ, যার সাথে জড়িত এখানকার শাসকশ্রেণীগুলির -এক দেশ এক ভাষা ,এক দেশ এক পুলিশ ,এক দেশ এক জাতি -এক দেশ এক ধর্ম তথা হিন্দুরাষ্ট্র জাতীয় রাজনৈতিক এজেন্ডা গুলিও। কেবল এর ফলেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কম খরচে নিজেদের অতিরিক্ত মুনাফার খিদে মিটাতে পারে, এখানকার জনগণের সমস্ত উদ্বৃত্ত লুট করে। যার ওকালতি করতেই প্রত্যক্ষ ভাবে আজ পথে নেমেছে আরএসএসও(অবশ্যই আগে যা করেছে লুকিয়ে লুকিয়ে পরোক্ষভাবে)। আমি আমার এই লেখার উপরেই বলেছি , ব্রিটিশ'রা এক সময় এই আইন লাগু করতে 'কেন' চেয়েছিল আর কেনই বা পিছু হটল। যাইহোক! এবার আসি পরবর্তী কারণে; যেটি হল ধর তক্তা মার পেরেকের মতন। এই কারণটি হলো, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট এবং তা ধরে প্রস্তুতি নেওয়ার স্বার্থে ছড়ানো দেশ জোড়া মুসলমান বিদ্বেষ, সামাজিক মেরুকরণ, সংসদীয় বিরোধী শিবিরের জোটগুলির মধ্যে ফাটল ধরানোর কৌশল। কারণ এখন অবাধে বেসরকারিকরণের ফলে দেশের বেকারত্ব ১০ ছুঁই ছুঁই, বাকি সমস্ত ইস্যুতেও 'আচ্ছে দিনে'র গল্প শেষ, রামমন্দির থেকে এনআরসি। এনআরসি নিয়ে বললেই মতুয়ারা ফের তেড়ে আসবে সিএএ (নাগরিকত্ব) চাইতে, গুঞ্জুঞ্জ শুনেই তেতে উঠবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। ফলতঃ, মুসলমান ও মতুয়াদের ঐক্য হয়ে আরএসএস ও বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতি বিভিন্ন জায়গায় বানচাল হয়ে যেতে পারে, ভোট বাক্স আঘাত পড়তে পারে, তার চাইতে বরং এটাই এই মুহূর্তে বহুগুণ ভালো (এ বিষয়ে কেন্দ্রসরকার-বিজেপিকে সতর্ক করেছে আরএসএস)।

এবার এই আইন লাগু হলে সার্বিক ভাবেই দেশের ক্ষতি হবে, এ কথা সূর্য পূর্ব দিকে উঠবার মতন সত্য। কোপ পড়বে পিছিয়ে থাকা জাতি-গোষ্ঠী-ধর্মের মানুষের এতদিনের লড়াই করে পাওয়া সাংবিধানিক অধিকারের 'বিশেষ মর্যাদা' গুলিতে, অবাধে লুট হবে দেশের খনিজ সম্পদ, উঠে যাবে দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘু'দের দেওয়া সংরক্ষণ গুলিও এবং একাধিপত্য-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি, এর দ্বারা পরিচালিত দেশীয় বৃহৎ কর্পোরেটগোষ্ঠীগুলির ও তাঁদের স্বার্থে আঞ্চলিকভাবে পোক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির। এই আইন আসলেই ভারতের পিছিয়ে থাকা জাতি-ধর্ম, আঞ্চলিকদলগুলি, খেটেখাওয়া মানুষের ক্ষতি করবে। এরফলে অসম বিকাশের ভারতে পুরোপুরিভাবে কুপোকাত হবে বিভিন্ন আঞ্চলিক ছোট-মাঝারি ব্যবসাদার, সদ্যজাত ছোট ছোট দেশীয় পুঁজি'র শিল্পগুলো। যার ফলে প্রসারিত হবে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি, তথা বিকাশ ঘটবে দেশীয় বৃহৎ কর্পোরেটগোষ্ঠীগুলোর অর্থাৎ হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদও সর্বাধিক পর্যায় পৌঁছাবে সারা দেশ জুড়ে। কিন্তু মজার বিষয় হলো , এই আইন লাগু করতে গিয়ে প্রথমেই শাসকশ্রেণীর ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছিল, হবে সামগ্রিক ভাবে। সাথে সাথে শাসকশ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্বকারি প্রতিটি রাজনৈতিকদলের কিংবা গোষ্ঠীগুলির এক এক করে খুলে যাবে জনদরদী মুখোশগুলিও এবং ফুটে বেরিয়ে আসবে তাদের মধ্যেকার জনবিরোধী ঐক্যের জায়গাগুলো। আবার সাথে সাথে শাসকশ্রেণীনিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বও বাড়বে, যা ইতিমধ্যেই বাইরে বেরিয়ে আসছে। তাই এই বিধি নিয়ে আপাতত দিশাহারা, চুপ, বহু রাজনৈতিকদলগুলো। যদিও কেজরিওয়াল(আপ),শিবসেনা সরাসরি পক্ষ নিয়েছে বিজেপির। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বাকি বিজেপি বিরোধী দলগুলোও ধীরে ধীরে এর পক্ষ নিলে শাসকশ্রেণীগুলি অধিকাংশ মাত্রায় তাদের লোকবল হারাবে, যার শুরুবাদ-ও উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে হয়েছিল। সেখানকার বিজেপির পক্ষেকার নেতারাও(অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর)-এর বিরোধিতা করছেন। তাছাড়াও মুসলমান-শিখ সম্প্রদায়ের নেতারাও এই আইনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন এবং আদিবাসী'রা তো পথে, এই আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনও শুরু করেছে বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে। যার ফলেই উত্তরাখণ্ড রাজ্যের বিজেপি সরকার সেই রাজ্যের অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রস্তাবনা থেকে আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে সরাতে বাধ্য হয়েছে।

ভবিষ্যত বড়ই কঠিন

এক কথায় বলতে গেলে -অভিন্ন দেওয়ানী বিধি হলো সেই ভারী পাথর টা, যেটা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে ১৪০ কোটির দেশে ভারতের শাসকশ্রেণীগুলি নিজেদের মৃত্যুর খাঁট নিজেরাই সাজাচ্ছে। যার থেকে বাঁচবার শেষ অক্সিজেন টুকুও রাষ্ট্রীয় সেনাবলের একাধিক জনবিরোধী অপারেশন-ও জোগাতে ব্যর্থ হবে আগামীদিনে।

সাদা ফুল বনাম রাঙা ফুল

সুবল সরদার

সাদা ফুলের সঙ্গে রাঙা ফুলের কী কোন দ্বন্দ্ব আছে? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? সৌন্দর্য পিপাসুরা কী উত্তর দিতে পারবেন? যে ফুলগুলো রাতে ফোটে, সেই ফুলগুলো সাদা হয় বলে আমরা জানি কারণ তারা রাতে সূর্যের রঙ পায় না। আর যে ফুলগুলো দিনে ফোটে তারা নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে সূর্যের রঙে। তারা সূর্যের রঙ মেখে বর্ণালী হয় ওঠে। আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। মুগ্ধ হয়ে দেখি নয়ন মেলে। কবিতা লিখি। প্রিয়ার মুখ মনে পড়ে। প্রিয়ার চুলের খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে আনন্দে মন নেচে ওঠে। তখন কবির মতো মন বলে উঠে -কালো যদি মন্দ হয়/তবে

কালো কেশে রাঙা কুসুম/ হেরেছো কি নয়নে? ফুলের তুলনা কেবল ফুল হতে পারে। তার সৌন্দর্যের সঙ্গে কোনো সৌন্দর্যের তুলনা করা যায় না । এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের এক অমূল্য উপহার ফুল। বর্ণে -গন্ধে- ছন্দ রচনা করে। আমাদেরকে দুঃখ- ব্যথা ভুলিয়ে মনকে রাঙিয়ে তোলে। ফুল জীবনের মতো অর্থবহ । প্রেম বিনিময় করি ফুল দিয়ে আবার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করি ফুল দিয়ে। জন্ম থেকে মৃত্যু ফুল জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এতো গেলো ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে। কিন্তু সাদা ফুল রাঙা ফুলের মধ্যে তফাৎ কি। বেল,যুঁই, হাসনুহানা, রজনী গন্ধা- এরা সব সাদা ফুল।

বর্ণহীন। শুধুই সাদা। কিন্তু সৌরভে রাণী। রাঙা ফুলকে হার মানাতে পারে তার গন্ধ দিয়ে। প্রজাপতি থেকে কীট-পতঙ্গ ফুটে আসে গন্ধ শুঁকে বাতাসে। অলি পথ ভোলে মাতাল হয়ে। পরাগ মিলনে অস্থির হয়ে ওঠে সাদা ফুলের বনে বনে। রঙীন ফুলের সাদা ফুলের মতো গন্ধ নেই। কিন্তু রঙীনে রঙীন হয়ে পাপড়ি মেলে ফুলের বনে। প্রজাপতি, অলি, কীটপতঙ্গ সবাই ছুটে আসে রঙীন ফুলের দেশে। রঙীন স্বপ্নের নেশা লাগে চোখে। তারা ফুলের মধু পান করে ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের বুকে। পরাগ মিলনে মেতে ওঠে। সাদা ফুল বর্ণহীন কিন্তু গন্ধযুক্ত আর রাঙা ফুল গন্ধহীন কিন্তু বর্ণেভরা । দুজনে সমান ভাবে পাপড়ি মেলে আমাদের চোখের সামনে। তারা দুজনে সমানভাবে আকৃষ্ট করে কীট-পতঙ্গকে। এখানে কেউ ছোটো নয় ,কেউ বড় নয়। ঈশ্বরের মহিমা দু'জনের মধ্যে সামান ভাবে প্রকাশ পায় । সাদা ফুল বর্ণহীন কবিতা নয়। তারাও রঙীন গোলাপ, জবা, কৃষ্ণচূড়ার মতো রঙীন। ফুল বালিকা বধূর বেশে মধুর হেসে চোখে দেখে পাপড়ি মেলে। অরুণ প্রাতে- অস্তরাগে প্রকৃতি থেকে রাঙিয়ে তোলে মন। উদার আকাশে, মুক্ত বাতাসে ভরিয়ে তোলে সৌরভে । বর্ণে বর্ণে গন্ধে গন্ধে ছন্দে গীতে নাচে মনের আঙ্গিনায়। গোলাপ রাঙা,পলাশ রাঙা কিন্তু পিছিয়ে নেই রজনী গন্ধা। সে দিনের গন্ধ, রাতের ও গন্ধ, গন্ধ দিয়ে যায় তারে চেনা। গোলাপ যদি প্রেমের প্রতীক হয়। রজনী গন্ধা প্রেমের মালা হবে। সাদা- রাঙা ফুলের কেবল রঙের তফাৎ মাত্র। আসলে তাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কেউ গন্ধে ,কেউ বর্ণে তারা অনন্য। সাদা-রাঙা ফুলের যুদ্ধে কেউ হারে না। মানুষের মানুষের যুদ্ধের মতো এখানে কোন হার- জিৎ নেই । এখানে সবাই বিজেতা। আমাদের কাছে দুজনে সমান প্রিয়।

প্রিয়, ফুল ফুটেছে সদ্য। খেলবো ফুল তোমার সাথে অদ্য।

সরস্বতী পুজোর সেকাল একাল

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

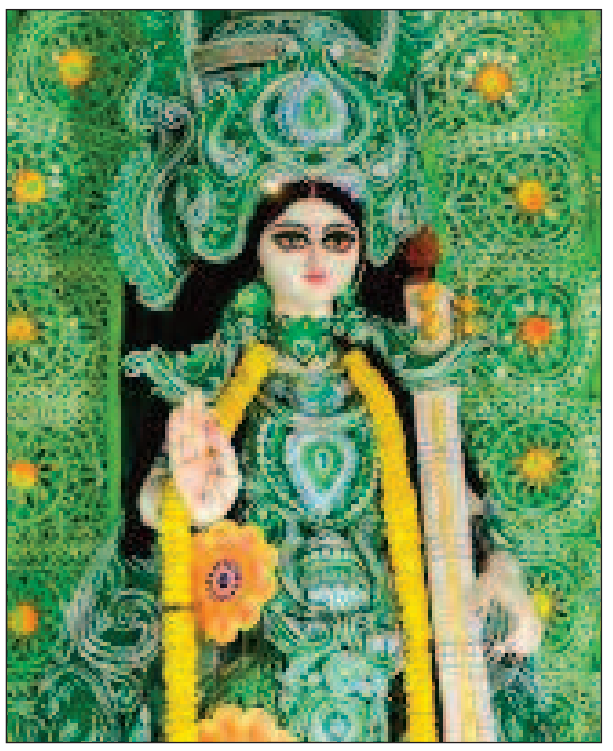

দেবী সরস্বতী আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির দেবী। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তার পূজা করি। নানা রকম হলুদ শাড়ি পরে মেয়েরা সজ্জিত হয়। তাদের বই মা সরস্বতী পায়ের কাছে রাখেন। সকাল থেকে তারা উপোস করে। এবং তারপরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে দেবী সরস্বতীর পায়ের কাছে মাথা নত করে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। এটি বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের পুজো। দেবী সরস্বতীর পুজো যতদিন না হচ্ছে ততদিন তারা কুল খেতে পারে না। পুজোর দিন তারা হলুদ শাড়িতে সাজগোজ করে ক্লাসে ক্লাসে, স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে দেবী সরস্বতীর পায়ের কাছে অঞ্জলি নিবেদন করে।

সরস্বতী পুজোর আর একটা উপকরণ ফুলচুরি। রাত্তিরে ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে বাগানে বাগানে ফুলচুরি করতে বেরোয়। এবং ফুলচুরি করে সেই ফুল দেবীর পায়ের কাছে নিবেদন করে। দেবী সরস্বতী হচ্ছেন বিদ্যার দেবী। আমাদের বিদ্যা বর্তমানে নৈরাশ্যের জায়গায় রয়েছে। সেইখান থেকে দেবী সরস্বতীর আরাধনায় যদি আমাদের বিদ্যা, আমাদের সংস্কৃতি যদি আরও উন্নত এবং একটা আকাশছোঁয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় তাহলে সেটা খুবই শুভ। সরস্বতী পুজো শুধু ছাত্রছাত্রী নয় শিক্ষক শিক্ষিকা এবং যারা বিদ্যানুরাগী তাদের সকলের জন্য আদর্শ পুজো। এই পুজোয় আমাদের শিক্ষা অনুরাগ বাড়ে এবং শুভের প্রতি সুন্দরের প্রতি শিক্ষার প্রতি আমাদের মনকে আত্মনিয়োগ করে। এই পুজো সরস্বতী সুন্দরের দেবী, সংস্কৃতির দেবী। এই পুজো আমাদের চিরায়ত।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে পাট্টার মাধ্যমে জমি নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালিয়াচকের কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভূমিহীন হিসাবে পাট্টার মাধ্যমে জমি নেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় কালিয়াচক ১ ব্লকের তিন জনপ্রতিনিধি ছাড়াও মোট সাতজনের বিরুদ্ধে ভূমিহীন দেখিয়ে পাট্টার মাধ্যমে জমিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যারা নিজেদের ভূমিহীন দেখিয়ে পাট্টার মাধ্যমে জমি নিয়েছেন, তারা প্রত্যেকে বিত্তশালী বলেও জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা। এর প্রশাসনের কাছে এব্যাপারে দীর্ঘদিন আগে অভিযোগ হলেও কার্যত তদন্তে উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছিল। অবশেষে মালদা জেলা কালেক্টরেটে এমন দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং। পুরো বিষয়টি নিয়ে কালিয়াচক ১ প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ সাতজনের এই দুর্নীতির বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির তৎকালীন সভাপতি আতিকুর রহমান তার স্ত্রী শাহনাজ পারভিন, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির এক কর্মাধ্যক্ষ সহ মোট সাতজন নিজেদের ভূমিহীন পরিচয় দিয়ে সরকারি জমি পাট্টা হিসাবে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর বর্তমানে আতিকুর রহমান এখন এলাকার কংগ্রেস নেতা হিসেবেই পরিচিত। অভিযোগপত্রে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং তার স্ত্রী ছাড়াও এই দুর্নীতিতে যুক্ত রয়েছে মালকেশ বিবি, সুলতানা বিবি, তার স্বামী জরিফ আলি, সাবিয়া বিবি, মহম্মদ ইসাক শেখ। প্রশাসনের কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত অভিযোগ পত্রে জানানো হয়েছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের বহু আগে মোসিমপুর এলাকার একটি সরকারি খাস জমির প্রায় পৌনে দুই বিঘা, এই সাতজন নিজেদের ভূমিহীন পরিচয় দিয়েই

পাট্টা হিসাবে গ্রহণ করে। যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তারা প্রত্যেকেই আর্থিকভাবে এলাকায় বিত্তশালী হিসেবে পরিচিত। এমনকী নিজেদের নামেও বসতবাড়ি রয়েছে। তারপরও ভূমিহীন গরিব মানুষদের এই জমি কিভাবে তারা নিজেদের নামে পাট্টা হিসাবে গ্রহণ করল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

মোসিমপুর অ্যাথলেটিক ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির সভাপতি মহম্মদ আনিসুর রহমান বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ভূমিহীন দুস্থ মানুষদের জন্যই পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা মূলত সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বোর্ড এই ব্যবস্থাপনা করে থাকে। কিন্তু যারা রক্ষক, তারাই এখন নিজেদের গরিব সাজিয়ে দুস্থ মানুষদের জায়গা ভোগ করছে। অনেকদিন ধরে আতিকুর রহমান কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। আরও একজন ভূমি কর্মাধ্যক্ষ রয়েছেন। সভাপতি ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রত্যেকের নিজেদের নামের পাশাপাশি স্ত্রীদের নামেও ভূমিহীন দেখিয়ে জমি গ্রহণ করেছে। তারা আবেদন করেছে বলেই তো সেই জমি পেয়েছে। ব্লক প্রশাসনই বা এইসব বৃত্তশালী এবং জনপ্রতিনিধিদের কিভাবে এই পাট্টার জমি পাইয়ে দিতে ব্যবস্থা করল। আমরা এই ঘটনা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত অভিযোগ প্রশাসনকে জানিয়েছি।

কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল বিশ্বাস জানিয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের অনেকেই আগে তৃণমূল করতেন। দল তাদের এই কর্মকাণ্ড দেখে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। ফলে এখন তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছে। যারা এই ধরনের অন্যায় কাজ করেছে তাদের আইনগত শাস্তি হোক এটাই আমাদের দাবি। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আতিকুর রহমান জানিয়েছেন, এটা একটা ভুল হয়েছিল। কিভাবে সেই ভুলটা হল বুঝতে পারছি না। আমাদের কয়েকজনের নাম পাট্টার জমিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই নাম খারিজ করার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি।

কালিয়াচক ১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক শৈলেন কর জানিয়েছেন, আমি কিছুদিন হল এই ব্লকের দায়িত্বে এসেছি। বিগত দিনে যিনি এই ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছিল বলে শুনেছি। তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।

আরামবাগে ভাই ভাইয়ে বিবাদ গড়াল রাজনৈতিক সংঘর্ষে, আহত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বড় ভাই বিজেপি, ছোট ভাই তৃণমূল। রাস্তাকে কেন্দ্র করে ভাই ভাইয়ে বিবাদ গড়াল রাজনৈতিক সংঘর্ষে। আর সেই জেরে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আরামবাগের বাতানলের চক জালাল এলাকা। সংঘর্ষের জেরে উভয় পক্ষের মোট ১০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের জেরে গুরুতর জখম হলেন ছোট ভাই তথা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ মোট সাত জন তৃণমূল কর্মী। অপর দিকে তিনজন আহত হয়েছেন বিজেপির। পাল্টা অভিযোগ তারই বড় ভাই তথা বিজেপির কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর, খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আর তাতেই আগুন ছড়িয়ে গিয়ে বসত বাড়ির একাংশও পুড়ে যায়। সব মিলিয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আহত পঞ্চায়েত সদস্যকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, কেন ভাইয়ে ভাইয়ের বিবাদ গড়াল রাজনীতি পর্যন্ত। বাতানলের চক জালাল একাকার রায় পরিবারের ছোট ভাই উজ্জ্বল রায়। স্থানীয় বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। আর তারই বড় ভাই বিকাশ রায় বিজেপির কর্মী। তাদের যাতায়াতের জন্য পঞ্চায়েত থেকে উভয় পক্ষের কিছুটা জায়গা নিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়। অভিযোগ সেই সিদ্ধান্ত না মেনে বিজেপির কর্মী বিকাশ রায় সেই রাস্তার মাটি কেটে জমিতে ধান রুইয়ে দেন। আর তার প্রতিবাদ করেন তৃণমূলের সদস্য তথা ছোট ভাই উজ্জ্বল রায়। আর তাতেই বিকাশ তার দল বল নিয়ে উজ্জ্বলের ওপর আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। তাতে তিনি সহ মোট সাত জন মারাত্মক ভাবে জখম হন। এরপরেই পরিস্থিতি জটিলাকার ধারণ করে। অভিযোগ উজ্জ্বলের দল বল পাল্টা আক্রমণ করে বিকাশের বাড়িতে। তাতে তিন জন আহত হন। এর পাশাপাশি তার খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির একাংশ ভাঙচুর চালায়। আর গাদার আগুনে তার বাড়ির একাংশ পুড়ে যায়। এরপরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিরি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন,বিজেপি আরামবাগকে অশান্ত করতে চাইছে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধর করেছে। বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে বিজেপির। তবে আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। তাই কর্মীদের শান্ত থাকতে বলেছি। অপরদিকে বিজেপি নেতা বিশ্বজ্যোতি মণ্ডল বলেন, এই ঘটনায় হতচকিত নই আমরা। সাত থেকে আট মাস ধরে একটা বিষয় নিয়ে অশান্তি চলছে। তিনজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অগ্নিসংযোগ ঘটায়। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় আপাতত এলাকা থমথমে।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the Original Lease Deeds bearing No.7309 of 1963 and 7310 of 1963 whereby Purnendu Mullick granted long term lease to Octavius Steel & Industries Ltd (presently known as Octavius Industries Ltd.) and registered at the office of the Registrar of Assurance, Calcutta along with other original documents and Memorandum of Agreements, have been misplaced and not traceable. The report of the loss of aforesaid documents has been lodged at the Hare Street Police Station on February 6, 2024 vide Report No. 459 If anybody has found / is in possession of the said documents, you are requested to contact 033 22310950/51/52 or send the said documents to the below address: 15B, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata 700001

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নিউ দিল্লি বেঞ্চ-৪, নিউ দিল্লি
ইয়েস ব্যাংক লিমিটেড
বনাম
মাদারস প্রাইড এডুকেশন পারসোনা প্রা. লি.
আই.এ. নং ৩৬০-২০২৪
সি.পি. (আইবি) নং ৬২৮/এনডি/২০২১

প্রতি,
১. **মাদারস প্রাইড কলকাতা শাখা এএল ২১৭, সল্টলেক সিটি, সেক্টর ২, কলকাতা - ৭০০০৯১**
... বিবাদী নং ৩৮

যেহেতু, এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস, রেজোলিউশন প্রফেশনাল (শ্রী অঙ্কিত গোয়েল'এর মাধ্যমে), মাদারস প্রাইড এডুকেশন পারসোনা প্রাইভেট লিমিটেড আইএ নং ৩৬০-২০২৪ অনুযায়ী ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ধারা ৬০(৫) এবং ধারা ১৮(১)(এফ)(iv), ২০(১), ২৫(২) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল রুলসের রুল ১১ অধীনে মাননীয় এনসিএলটি, নিউ দিল্লি বেঞ্চ-IV, একটি আবেদন দাখিল করেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃক উক্ত ঠিকানায় অবস্থিতগণের প্রতি ২৫.০১.২০২৪ তারিখে নোটিশ ইস্যু করেছেন। ২৫.০১.২০২৪ তারিখের সেই ভিডিয়ো আদেশ মাননীয় এনসিএলটি, নিউ দিল্লি বেঞ্চ-IV নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রকাশনার মাধ্যমে উক্ত ঠিকানায় পরিবেশন করার অনুমতি দিয়েছে। অবগত হন যে উপরের শিরোনামাঙ্কিত বিষয়টি এখন ১২.০২.২০২৪ তারিখে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নিউ দিল্লি বেঞ্চ-IV, নিউ দিল্লির নিকট তালিকাভুক্ত করা হবে। আপনি হয় ব্যক্তিগতভাবে বা আপনার অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হতে পারেন।
অবগত হন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উক্ত তারিখে অনুপস্থির কারণে সংশ্লিষ্ট আবেদনের শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস রেজলিউশন প্রফেশনাল
(শ্রী অঙ্কিত গোয়েল'এর মাধ্যমে)
মাদারস প্রাইড এডুকেশন পারসোনা প্রা. লি.

কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর), ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
লাইফলাইন টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN : U51909WB2007PTC114720) রেজিস্টার্ড অফিস ৬৪, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬ সম্পর্কিত
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "বিহার রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পুরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (১৪) চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
লাইফলাইন টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাজ কুমার আগরওয়াল
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৮.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৩৬৪৩৪৭৯

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD
কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১২৩৫

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **৩০.১০.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী সুজিত বিশ্বাস,** ফ্ল্যাট নং বি, ৫ম তল, উত্তর পূর্ব মুখী, মাতৃ ভূমি কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি., কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫/**শ্রীমতি সোমা দে বিশ্বাস (জামিনদাতা),** স্বামী সুজিত বিশ্বাস **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৩৩,৮৩৯.০০ টাকা** (একুশ লাখ তেত্রিশ হাজার আটশ উনচল্লিশ টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে **৬০** দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **২১,৩৩,৮৩৯.০০ টাকা** (একুশ লাখ তেত্রিশ হাজার আটশ উনচল্লিশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ফ্ল্যাট **শ্রী সুজিত বিশ্বাস,** পিতা শিশির বিশ্বাস এর নামে উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৩০৩- ০০৫৭৭/ ২০১৮ তারিখ ০৫.০২.২০১৮ এবং বি-৬/২৭২ ফ্ল্যাট নং বি, ৫ম তলে, উত্তর পূর্ব মুখে, মাতৃভূমি কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, বি-৬/২৭২, কল্যাণী, নদিয়া, পিন : ৭৪১২৩৫, কল্যাণী পুরসভা অধীন, এরিয়া : ১০০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট এরিয়া)। **উক্ত মাতৃভূমি কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং বি-৬/২৭৩, দক্ষিণে : প্লট নং বি-৬/২৭১, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : প্লট নং বি-৬/২৬৯ সমন্বিত।
তারিখ : ০৭.০২.২০২৪
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

১২টি জনমুখী প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন ও শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য বুধবার বিকেলে ভার্চুয়ালি ১২ টি জনমুখি প্রকল্পের উদ্বোধনও শিলান্যাস করলেন। তার মধ্যের ৪টি ফেরি ঘাটের উদ্বোধন করেন। এবং বাকি ৮ টির মধ্যে ৪টি ঘাট, একটি বাস টার্মিনাল, একটি ফায়ার স্টেশন, দুটি হাসপাতালে রোগীর পরিবারের রাত্রি যাপনের শেডের শিলান্যাস করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পরেই জেলাবাসী মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

এদিন বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালি ফেরিঘাট, নৈহাটি ফেরিঘাট, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার মণিরামপুর ফেরিঘাট ও বরানগরের কুটির ঘাটের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও সল্টলেকার করুণাময়ী বাস টার্মিনালের সংস্কার, বিরাটিতে ফায়ার স্টেশন, সাগর দত্ত মেডিক্যোল কলেজ হাসপাতালে ও বসিরহাট হাসপাতালে রোগীর পরিবারের জন্য রাত্রী যাপনের শেড, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার বাবাজী ফেরিঘাট, ভাটপাড়া পুরসভার আতপুর ঘাট, বরানগর পুরসভার বরানগর ঘাট, হালিশহর পুরসভার হালিশহর জুট মিল ঘাটের শিলান্যাস করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

বিক্ষোভরত তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার শেষে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা বিজেপি ও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের সন্দেশখালিতে। বিজেপির তাণ্ডব রায়মঙ্গল সাঁতরে কোনোরকম ভাবে প্রাণে রক্ষা পেলেন ২ তৃণমূল কর্মী। ঘটনায় আহত ১৫ হন তৃণমূল কর্মী। বিজেপির হাত থেকে রক্ষা পায়নি সাংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সন্দেশখালি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকা উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে।

সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো জানান, বাস, লাঠি, লোহার রড, বটি নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের ওপর আক্রমণ ছালিয়েছে বিজেপি। তিনি বলেন, এদিন সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লক ত্রিমোহিনী থেকে কাহারপাড়া, দাসপাড়া, পাত্রপাড়া সহ একাধিক গ্রামে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকেরা মিছিল করে বিক্ষোভ দেখায়। পাল্টা মিছিল শুরু করে বিজেপির। বিক্ষোভ শেষে তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি ফেরার পথে বিজেপির মিছিল থেকে তৃণমূলের উপর হামলা চালানো হয়। প্রাণ ভয়ে পালাতে গিয়ে দুজন তৃণমূল কর্মী নদীতে পড়ে যায়। তারা কোনওরকম ভাবে নদী সাঁতরে প্রাণে রক্ষা পায়। নদীর ঘাট আটকে তাণ্ডব শুরু করে বিজেপি ও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। মারধোর দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের এলাকা ছাড়া করে। সাংবাদিকরাও রেহাই পায়নি। কোনও রকম ভাবে নৌকোয় উঠে পালাতে শুরু করে তৃণমূল নেতাকর্মী সমর্থকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। পুলিশ গেলে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপি সমর্থকরা। বিধায়কের দাবি, কয়েকদিন ধরেই এলাকার মাছের ভেড়িকে কেন্দ্র করে মানুষদের ভুল বুঝিয়ে আন্দোলন করছিল বিজেপি। বিজেপির সক্রিয় মদতেই এদিন ঘটনা ঘটেছে।

তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে দেওয়াল লিখন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিলেন যুব তৃণমূল কর্মীরা। বুধবার দেওয়াল লেখা হয় দক্ষিণখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ২ তারিখ কলকাতায় ধর্না মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রে ফের শত্রুঘ্ন সিনহার নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। ভোট নিয়ে প্রার্থীর সমর্থনে পরের দিন থেকেই আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে শাসকদলের মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল বুকিংয়ের কাজ

শুরু করে দেন তৃণমূল কর্মীরা। এ ব্যাপারে শাসকদলের অন্যান্য সংগঠনগুলির থেকে এগিয়ে রয়েছে যুব তৃণমূল।

শনিবার থেকে অণ্ডাল ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দেওয়াল বুকিং করতে দেখা যায় যুব তৃণমূল কর্মীদের। আজ বুধবার থেকে শুরু হয় বুকিং করা দেওয়ালে প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে দেওয়াল লিখনের কাজ। এদিন দেওয়াল লিখন হয় দক্ষিণখণ্ড পঞ্চায়েত এলাকায়। রং-তুলি হাতে এদিন দেওয়াল লিখতে দেখা যায় যুব তৃণমূলের অণ্ডাল ব্লক সভাপতি পাপ্পু কুণ্ডু ও প্রাক্তন জেলা যুব সভাপতি কৌশিক মণ্ডলকেও।

পাপ্পু কুণ্ডু বলেন, 'প্রার্থী হিসেবে শত্রুঘ্ন সিনহার নাম ঘোষণা করেছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব তৃণমূল কর্মীরা প্রস্তুত ছিলেন, তাই প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর সময় নষ্ট না করে যুবকর্মীরা প্রচারের কাজে নেমে পড়েছি। আজ দক্ষিণখণ্ড এলাকায় দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু হল, আগামীকাল থেকে ব্লকের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও দেওয়াল লিখন শুরু হবে।'

হাতির হানা থেকে প্রাণে বাঁচল একটি পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: হাতির হামলা থেকে প্রাণে বাঁচল একটি পরিবারের দুই প্রতিবন্ধী-সহ পাঁচজন। আহত হয়েছেন ৪ জন। তবুও নীরব বনদপ্তর। মঙ্গলবার রাতে সাঁকরাইল ব্লকের কুমোরদা গ্রামে একটি দলছুট দাঁতাল ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে। গ্রামের বাসিন্দা, জগৎ শীট তার মাটির বাড়িতে ভাই, বোন, বাবা ও প্রতিবন্ধী মাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হাতিটি হঠাৎই তার বাড়িতে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। ওই সময় পরিবার নিয়ে কি করবে তা বুঝে উঠতে না পেরে প্রাণ ভয়ে প্রতিবেশীদের ফোন করে। প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফোন করে বিষয়টি বারবার বনদপ্তরের আধিকারিকদের জানাতে থাকেন। কিন্তু দপ্তরের কেউ এলাকায় আসেনি। ততক্ষণে মাটির ঘর ভেঙে সব চুরমার করে দিয়েছে হাতিটি। হাতিটি তাড়ানোর সময় পড়ে গিয়ে এবং ভেঙে পড়া দেওয়ালের আঘাতে আহত হয়েছেন চারজন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ফোনে বনদপ্তরের এক আধিকারিক হাতিটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেন। রাতভর হাতির এই তাণ্ডবের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির লোকজন। বাড়িঘর চুরমার করার পাশাপাশি নষ্ট করেছে বাড়িতে থাকা ধান চাল। বনদপ্তরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসহ প্রতিবেশীরা বলেন, এলাকায় বারবার হাতির তাণ্ডব চলতে থাকলেও বনদপ্তর কোনওরকম পদক্ষেপ করে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।

সিঙ্গল গোলাপের চাহিদা বেশি, দাবি দোকানদারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তমলুক: শুরু ভালোবাসার সপ্তাহ, এবছর সিঙ্গল গোলাপের চাহিদা রয়েছে সব থেকে বেশি বলে দাবি দোকানদারদের।

১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন'স ডে। সাধারণত, তার ৭ দিন আগে থেকেই শুরু হয় ভালোবাসার সপ্তাহ। প্রতি বছর ৭ ফেব্রুয়ারি 'রোজ-ডে' অর্থাৎ গোলাপ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রেমের সপ্তাহ। সে অনুযায়ী, বুধবার রোজ ডে'র মধ্য দিয়ে শুরু হল ভালোবাসা সপ্তাহ। আর প্রেমের শুরু তো ফুল দিয়েই।

প্রেমিক-প্রেমিকা হোক বা যে কোনও প্রিয়জন, হাতে ধরে গোলাপ উপহার দেওয়ার দিন বুধবারই। ভালোবাসার ফুল গোলাপ। ভালোবাসার ভাষা বুঝতে ও বোঝাতে পারে গোলাপ। তাই উপহার হিসেবে গোলাপের চাহিদা এখনও সবকিছুর ঊর্ধ্বে। লাল, হলুদ, সাদা, গোলাপি বিভিন্ন রঙের সঙ্গেই বদলে যায় গোলাপের ভাষা, আবেদন। বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ফুলের দোকানগুলিতে সকাল থেকেই বিক্রি হচ্ছে নানান ধরনের গোলাপ ও গোলাপের বুকে, দেশের লাল গোলাপ প্রতি পিস দাম ১০ টাকা এবং বেঙ্গালুরুর গোলাপ ৪০ থেকে শুরু - রয়েছে নানান দামের গোলাপ দিয়ে বানানো ঝুড়ি। দাম শুরু হচ্ছে ১০০ টাকা থেকে এবং বুধবার সকাল থেকেই চাহিদা রয়েছে সবথেকে বেশি সিঙ্গল লাল গোলাপের এমনটাই দাবি দোকানদারদের।

সর্বভারতীয় স্তরে যোগাসন প্রতিযোগিতা প্রথম হয়ে মুখ উজ্জ্বল করল গোঘাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুল পর্যায়ের যোগাসন প্রতিযোগিতায় সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম হয়ে আরামবাগ মহকুমার মুখ উজ্জ্বল করল ছোট্ট মেয়ে সঞ্চিতা মণ্ডল। স্কুল গেমস এবং স্পোর্টসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষ থেকে ৬৭তম স্কুল গেম যোগাসন প্রতিযোগিতায় ৭৮৫.৬ পয়েন্ট অর্জন করে প্রথম স্থান অধিকার করে সঞ্চিতা মণ্ডল। সে গোঘাটের প্রত্যন্ত গ্রাম শাওড়ার বেলেকুসমার মেয়ে। বুধবার বাড়ি ফিরতেই গ্রামের মানুষ ও তৃণমূল নেতৃত্ব তাকে ফুলের মালা ও চন্দন পরিয়ে সংবর্ধনা দেয়। খুশির

হাওয়া দেখা যায় গোঘাটে। জানা গেছে, রাজস্থানের জয়পুরে ২৯ টি রাজ্য নিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। পরে ৬ টি রাজ্যে খেলা হয়, চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে সে। প্রতিযোগীতাটি হয় গত ৪ ফেব্রুয়ারি। বালি ব্যায়াম সমিতি থেকে যোগ ব্যায়ামের অনুশীলন করত সঞ্চিতা। খেলাধুলা ও পড়াশুনাকে সমান্তরালে রেখে তার এই সাফল্য। তার এই সাফল্যে আপ্লুত সকলে। ভারতসেরা যোগাশ্রেষ্ঠা বাড়ি ফিরে আসে বুধবার। তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে প্রায় গোটা গ্রামবাসী উপস্থিত হয় আরামবাগ স্টেশনে। তাকে সেখানেই ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। তারপর গ্রামেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তৃণমূল নেতৃত্বও সেখানে গিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মহকুমার গর্ব সঞ্চিতাকে সংবর্ধনা দেয় ও পাশে থাকার বার্তা দেন। এই বিষয় সঞ্চিতার মা রিঙ্কু মণ্ডল বলেন, ব্যায়ম সমিতিতে ছয় বছর প্রশিক্ষণ নেয়। তারপর সাফল্য পায়। সরকারি ভাবে যদি সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে মেয়ে আরও ভালো ভাবে যোগাসন করতে পারবে। অপরদিকে গোঘাটের গর্ব সঞ্চিতা মণ্ডল জানান, রাজস্থানের জয়পুরে প্রতিযোগিতা হয়। যোগাসন প্রতিযোগিতায় প্রথম হই। অন্যদিকে গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা বলেন, সত্যি গর্বের বিষয়। একটা প্রত্যন্ত এলাকার মেয়ে সাফল্য পেয়েছে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি - sanghamitra.gupta@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৬.০২.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৪
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ইউনিট/ ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১) শ্রী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী, এন এইচ রবীন্দ্রনাথ টেগোর হসপিটাল, ১২৪ ইএম বাইপাস, মুকুন্দপুর, যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯ **২. শ্রীমতি পৃথা পাল,** পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিনহাটা, এস ডি হসপিটাল, দিনহাটা, দিনহাটা গার্লস স্কুলের নিকট, কোচবিহার - ৭৩৬১৩৫	**শ্রী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী,** পিতা শ্রী বিজন কুমার ত্রিপাঠী এবং **শ্রীমতি পৃথা পাল,** স্বামী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী, দলিল নং ০৪১১৭-২০১৯ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬২৯-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৬৪৯৩ থেকে ১৩৬৫৫৪। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১বি, দোতলায়, ব্লক নং ৭, হাউসিং কমপ্লেক্স "প্রুডেন্ট প্রাণা", পরিমাণ এসবিএ ১০৭৪ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ব্লক ৭, সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় হোল্ডিং নং ২৭২ শ্রীপুর বাঘেরঘোল, নরেন্দ্রপুর, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ৩৩, কলকাতা : ৭০০১০৩। উত্তরে : আরএস দাগ নং ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৭, ১২০২, ১২০৪, ১২০৫, এবং ১২০৬, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ১১৯৩(অংশ), ১১৭৯ এবং মৌজা : বনহুগলি, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১১৭৯, , ১১৭৮(অংশ), ১১৮৭(অংশ), ১১৮৫, ১১৮৮(অংশ), এবং পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১১৫৫, ১১৬৮, ১২০০(অংশ), ১২০১ (অংশ), এবং ২০৯৩। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত**	২৫,৮৮,৬১৭.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ অষ্টআশি হাজার ছশো সতের টাকা) ২২.১০.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ **যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১৫২৩**	৩৪,০২,০০০.০০ টাকা / ৩,৪০,২০০.০০ টাকা / ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৯.০২.২০২৪**

সম্পত্তির অনুসন্ধান
ফটোগ্রাফস
ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে
তারিখ : ০৮.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

লকেটকে শ্রীরামপুর লোকসভায় প্রার্থী না করার দাবিতে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লকেট চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীরামপুর লোকসভায় চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, এই মর্মে বৈদ্যবাটি, শেওড়াফুলি ও শ্রীরামপুরে পোস্টার পড়ার দাবি।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে হুগলিতে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেই হুগলিতে বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে। পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে আবেদন বহিরাগত পরিযায়ী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীরামপুর লোকসভায় চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। তৃণমূলকে হারাতে শ্রীরামপুরের ভূমিপুত্র চাই।' এই কথার নীচে বন্ধনীতে লেখা হয়েছে, 'দয়া করে কেউ আমাদের তৃণমূল বা কংগ্রেস বলবেন না, আমরা বিজেপি কর্মী।' শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর-সহ একাধিক জায়গায় দেখা গিয়েছে এমন পোস্টার। আর এনিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপি তরজা। বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মোহন আদকের দাবি, 'লকেট চট্টোপাধ্যায় আবার হুগলি থেকে জিতে সাংসদ হবেন। তৃণমূলের আপামর নেতারা দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছেন। সেদিক থেকে নজর ঘোরাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই পোস্টার মারা হয়েছে। এসব করে লাভ হবে না। বিজেপি ৪০০ আসন নিয়ে আবার সরকার গড়বে। নরেন্দ্র মোদি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

তৃণমূল হুগলি জেলা সহ-সভাপতি বিধায়ক অসিত মজুমদারের দাবি, 'শুনলাম শ্রীরামপুরে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে পোস্টার পড়েছে বিজেপির নাম দিয়ে। বাংলায় ৪২টাই তৃণমূল জিতবে কোথাও পালিয়ে বাঁচা যাবে না। হুগলিতে দাঁড়ালে এবার পাঁচ লক্ষ ভোটে হারবেন তাই শ্রীরামপুর পালাচ্ছেন।' তাঁর কথায়, '৪২টা আসনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী। আর শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে লকেটকে বিজেপিই হারাবে।'

দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার রিষড়া পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করল রিষড়া থানার পুলিশ। আজমের শরিফ থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রস্তুতি ভালো হয়নি বলে দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায় বলে দাবি।

ঘটনার সূত্রপাত ২৯ জানুয়ারি। ওই দিন রিষড়ার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের আরএন শাহ রোডের বাসিন্দা দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পড়তে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়। সহপাঠীদের জানায়, তারা জেরক্স করাতে যাবে। তারপর খাবারের দোকানে যায়। সেখান থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের। সেই থেকে বন্ধ মোবাইল। ওই দিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ছাত্রীরা বাড়িতে ফোন করে জানায় তারা বিপদে। এরপরই ফোন বন্ধ হয়ে যায়। তখন ছাত্রীর পরিবার রিষড়া

থানার দ্বারস্থ হয়। রিষড়া থানার পুলিশ ছাত্রীদের ছবি অন্যান্য থানায় দেয়। জিআরপিকেও মেসেজ করা হয়। ছাত্রীদের মোবাইলের শেষ টাওয়ার লোকেশন বর্ধমান দেখানোয় পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান পুলিশের কন্ট্রোল রুমেও জানানো হয়।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাগলভি নিজে বিষয়টির তদন্ত করেন। পরের দিন জানা যায়, রাজস্থানের আজমের শরিফে রয়েছে দুই ছাত্রী। সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ। দুই ছাত্রীকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়। রিষড়া থানা থেকে একটি টিম রওনা হয় আজমের শরিফের পথে। বুধবার সকালে তাদের নিয়ে ফেরে পুলিশ।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার জানান, দুই ছাত্রী কোথায় যেতে পারে তার খোঁজ করতে গিয়ে তাদের মোবাইল ট্র্যাক করা হয়। পাশাপাশি দেখা যায় তাদের ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমও। সেই সময়ই আজমের শরিফের সন্ধান মেলে। রিষড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান বলেন, 'দুই ছাত্রী রিষড়ার একটি স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো অপহরণ হয়েছে। পরে জানা যায় মাধ্যমিকের প্রস্তুতি না হওয়ায় তারা পালিয়ে যায়।'

বৃদ্ধ চাষিকে মারধরে অভিযুক্ত বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বৃদ্ধ চাষিকে মারধরের অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে। বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের। সীমান্তের তারকাঁটার ভেতরে নিজের চাষের জমিতে আগাছা পোড়াচ্ছিলেন বৃদ্ধ। অভিযোগ, সে সময় এলাকায় কর্তব্যরত জওয়ানরা বৃদ্ধকে মারধর করেন। বর্তমানে তিনি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার ঘোনার মাঠ এলাকায়। আহত বৃদ্ধ নাম অরুণ মণ্ডল (৭০)। তঁর ভারতীয় সীমান্তে তারকাঁটার মধ্যে কয়েক বিঘা জমি রয়েছে। দৈনিক তিনি সেই জমিতে চাষাবাদের কাজ করতে বিএসএফের অনুমতি নিয়ে তারকাঁটার ভেতরে যান। এদিনও তিনি গিয়েছিলেন।

বৃদ্ধর স্ত্রী ও মেয়ের দাবি, জমির ফসল উঠে গিয়েছে, এদিন সকালে বাবা জমির আগাছা আগুন দিয়েছিল পুড়িয়ে সার করার জন্য। বিএসএফ জওয়ানরা এসে জওয়ানদের হাতে থাকা লাঠি দিয়ে বৃদ্ধকে মারধর করেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকেরা গিয়ে দেখেন মাঠের মধ্যে বৃদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। এরপরই তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাপাতালে আনা হয়। পরিবারের বক্তব্য তাঁর মাজায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। এদিন বিকেলে স্ত্রী মীরা মণ্ডল বিএসএফের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ নিয়ে বনগাঁ থানার দারস্থ হয়েছেন।

This advertisement is for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 17, 2024, read with corrigendum-cum-addendum dated February 01, 2024 (the 'Letter of Offer' or '**LOF**') filed with BSE Limited ('**BSE**'), National Stock Exchange of India Limited ('**NSE**') and also filed with the Securities and Exchange Board of India ('**SEBI**') for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the provisions to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, and subsequent amendments thereto ("**SEBI ICDR Regulations**). Potential Investors should note that investment in equity shares involve a high degree of risk and are requested to refer to the letter of offer filed with the SEBI. Stock Exchanges, including section titled Risk Factors beginning on page no.19 of the Letter of Offer.

SKIPPER Limited

SKIPPER LIMITED

Our Company was originally incorporated under the Companies Act, 1956 on March 5, 1981, in the name of "Skipper Investments Limited" pursuant to a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, West Bengal. The name of the Company was changed to Skipper Steels Limited and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on April 26, 1984 by the Registrar of Companies, West Bengal. During the year 2008, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited, S K Bansal Group Companies, were amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated April 28, 2008 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited were dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. During the year 2009, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Skipper Infrastructure Limited, a S K Bansal Group Company, was amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated March 24, 2009 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Skipper Infrastructure Limited was dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. Thereafter, the name of the Company was rechristened to its present name to "Skipper Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on September 7, 2009 by the Registrar of Companies, West Bengal. For further details regarding our Company and change in address of the registered office, please refer to "**General Information**" beginning on page no.42 of the Letter of Offer.

Corporate Identity Number : L40104WB1981PLC033408; **Registered Office:** 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata - 700017

Telephone No.: (033) 2289 5731/ 5732; **Fax No.:** (033) 2289 5733; **Contact Person:** Mrs. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer); **E-mail id:** anu.singh@skipperlimited.com; **Website:** www.skipperlimited.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY

MR. SAJAN KUMAR BANSAL, MR. SHARAN BANSAL, MR. DEVESH BANSAL, MR. SIDDHARTH BANSAL, MRS. MEERA BANSAL, MRS. SUMEDHA BANSAL, MRS. RESHU BANSAL, MRS. SHRUTI M. BANSAL, SKIPPER PLASTICS LIMITED, VENTEX TRADE PRIVATE LIMITED, AAKRITI ALLOYS PRIVATE LIMITED, SAMRIDDHI FERROUS PRIVATE LIMITED, SKIPPER POLYPIPES PRIVATE LIMITED, UTSAV ISPAT PRIVATE LIMITED, VAIBHAV METALS PRIVATE LIMITED, S K BANSAL LEGACY TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TRUSTEE, S K BANSAL FAMILY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, S K BANSAL UNITY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, S K BANSAL HERITAGE TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TUSTEE

NEITHER OUR COMPANY NOR OUR PROMOTERS HAVE BEEN DECLARED AS A WILFUL DEFAULTER OR A FRAUDULENT ECONOMIC OFFENDER BY THE RBI OR ANY OTHER GOVERNMENT AUTHORITY.

RIGHTS ISSUE OF UP TO 1,02,67,021 PARTLY PAID-UP RIGHT EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 194/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-FOUR ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 193/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-THREE ONLY) PER EQUITY SHARE FOR AN AMOUNT UPTO ₹ 1991.80 MILLION# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1:10, THAT IS 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, JANUARY 12, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 204 OF THE LETTER OF OFFER.

 # Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

RIGHTS ISSUE CLOSES TODAY

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE now available in ASBA for retail individual investors.

For Further details check section on ASBA below.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Abridged Letter of Offer and also please refer to the section "Process of making an application in the issue- Making of Application through ASBA process" beginning on page no. 207 of the Letter of Offer. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), Stock Exchanges and in the Issue Materials.

ASBA bid-cum application forms can be downloaded from the websites of BSE Limited ("BSE Limited") and The National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circular and the ASBA Circular, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF THE RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHTS EQUITY SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT APPLICATION FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE AND MAKE PAYMENT OF THE APPLICATION MONEY. ALSO, PLEASE NOTE THAT IF NO APPLICATION IS MADE BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF RIGHTS ENTITLEMENTS ON OR BEFORE ISSUE CLOSING DATE SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS SHALL GET LAPSED AND SHALL BE, EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE. FOR DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE- CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS" ON PAGE NO. 216 OF THE LETTER OF OFFER.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): An Investor, wishing to participate in the Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an application in the Issue through ASBA process, may submit the Application Form either in physical mode to the Designated Branches of the SCSBs or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) authorizing the SCSB to block the Application Money in an ASBA Account maintained with the SCSB. Application through ASBA facility in electronic mode will only be available with such SCSBs who provide such facility. For list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA Process, please refer to **https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34**. Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process. For details, please refer to Paragraph titled "Procedure for Application through the ASBA process" beginning on page no. 207 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs only. For further details, kindly refer to "**Procedure for Application through the ASBA process**" beginning on page no. 207 of the Letter of Offer.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES UNDER THE ASBA PROCESS CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA APPLICANT ON THE RECORD DATE.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: The Registrar has electronically dispatched an Application Form to all Eligible Equity Shareholders as per their Rights Entitlements on the Record Date for the Issue. In the event that, the e-mail addresses of the Eligible Equity Shareholders were not available with our Company/ Depositories, or the Eligible Equity Shareholders have not provided valid e-mail addresses to our Company/ Depositories, our Company has dispatched the Application Form and other applicable Offer Documents by way of physical delivery as per the applicable laws to those Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses. The Renouncees and Eligible Equity Shareholders who have not received the Application Form can download the same from the websites of the Registrar at **www.mdpl.in**; the Company at **www.skipperlimited.com**, BSE at **www.bseindia.com** and NSE at **www.nseindia.com**.

APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (wherever applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges or the Lead Manager. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

In terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in this Issue by making an application on plain paper. Please note that SCSBs shall accept such applications only if all details required for making the application as per the SEBI ICDR Regulations are specified in an application on plain paper. If an Eligible Equity Shareholder makes an application both in an Application Form as well as on plain paper, both applications are liable to be rejected.

Please note that in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making an application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilise the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

(1) Name of our Company, being Skipper Limited; (2) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); (3) Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as at Record Date) / DP and Client ID; (4) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue; (5) Number of Equity Shares held as at Record Date; (6) Allotment option - only in dematerialised form; (7) Number of Rights Equity Shares entitled to; (8) Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; (9) Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for); (10) Total number of Rights Equity Shares applied for; (11) Total amount paid at the rate of ₹ 48.50 per Rights Equity Share; (12) Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; (13) In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/ NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; (14) Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; (15) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); (16) An approval obtained from any regulatory authority, if required, shall be obtained by the Eligible Equity Shareholders and a copy of such approval from any regulatory authority, as may be required, shall be sent to the Registrar at **mdpldc@yahoo.com;** and (17) All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resales" on page no 233 of the Letter of Offer and shall include the following:

"I/ We hereby make representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resales" on page no.233 of the Letter of Offer.

I/ We acknowledge that the Company, the Lead Manager, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein.

In cases where Multiple Application Forms are submitted for applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with an application on plain paper, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company, the Lead Manager and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at **www.mdpl.in**. Our Company, the Lead Manager and the Registrar shall not be responsible if the applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investor's ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circular, the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter along with the Application Form has been completed on January 25, 2024 through Registered Post / Speed Post / Courier and at registered email ids, as applicable, by the Registrar to the Issue.

Neither the Company nor the Registrar nor the Lead Manager shall be responsible for not sending the physical copies of the Issue Materials, including the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form or delay in the receipt of them attributable to non-availability of the email addresses of the eligible Equity Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in the transit.

Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of (i) our Company at **www.skipperlimited.com**; (ii) the Registrar at **www.mdpl.in**; (iii) the Lead Manager at **www.vccorporate.com**; (iv) the Securities and Exchange Board of India at **www.sebi.gov.in**; (v) the Stock Exchanges at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

To update the respective Indian addresses/e-mail addresses/phone or mobile numbers in the records maintained by the Registrar or by our Company, Eligible Equity Shareholders should visit www.mdpl.in.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or an application on plain paper is Thursday, February 08, 2024 i.e., Issue Closing Date.

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or the Rights Issue Committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or Rights Issue committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" on page no. 223 of the Letter of Offer. Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

ALLOTMENT ONLY IN DEMAT MODE: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as at Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

LISTING AND TRADING OF THE RIGHTS EQUITY SHARES TO BE ISSUED PURSUANT TO THE ISSUE: The equity shares of our Company are listed on both NSE and BSE. Our Company has received in-principle approvals from the both NSE and BSE vide letters reference no.: NSE/LIST/37774 dated October 11, 2023 and reference no.: LOD/RIGHT/TT/FIP/778/2023-24 dated October 18, 2023 respectively. Our Company will also make applications to both the Stock Exchanges to obtain trading approvals for the Rights Entitlements as required under the SEBI Right Issue Circular. For the purpose of the Issue our designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the full text on Disclaimer Clause of SEBI on page no.197 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in any way be deemed or construed that the Letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited on page no. 200 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NATIONAL STOCK EXHANGE OF INDIA LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text on Disclaimer Clause of NSE on page no.199 of the Letter of Offer.

NOTICE TO OVERSEAS INVESTORS: The distribution of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, Application Form and Rights Entitlement Letter and the issue of Rights Entitlement and Rights Equity Shares to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer or Application Form may come are required to inform by themselves about and observe such restrictions.

Our Company is making this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, Application Form and Rights Entitlement Letter (collectively "Issue Materials") through email or registered post or speed post or by courier service only to Eligible Equity Shareholders who have a registered address in India or who have provided an Indian address to our Company or who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions and in each case who make a request in this regard. Investors can also access the Issue Materials from the websites of the Registrar, our Company, NSE and BSE. Those overseas shareholders who do not update our records with their Indian address or the address of their duly authorized representative in India, prior to the date on which we propose to dispatch the Issue Materials, shall not be sent any Issue Materials.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States of America or the territories or possessions thereof ("United States"), except in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The offering to which this Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Issue Materials should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time. In addition, until the expiry of 40 days after the commencement of the Issue, an offer or sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares within the United States by a dealer (whether or not it is participating in the Issue) may violate the registration requirements of the Securities Act.

Neither our Company nor any person acting on our behalf will accept a subscription or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company or any person acting on our behalf has reason to believe is in the United States when the buy order is made. Envelopes containing an Application Form and Rights Entitlement Letter should not be postmarked in the United States or otherwise dispatched from the United States or any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer, and all persons subscribing for the Rights Equity Shares and wishing to hold such Rights Equity Shares in registered form must provide an address for registration of these Rights Equity Shares in India. Our Company is making the Issue on a rights basis to Eligible Equity Shareholders and the Issue Materials will be dispatched only to Eligible Equity Shareholders who have an address in India. Any person who acquires Rights Entitlements and the Rights Equity Shares will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed that, (i) it is not, and that at the time of subscribing for such Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States, and (ii) it is authorized to acquire the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.

Our Company reserves the right to treat any Application Form as invalid which: (i) does not include the certification set out in the Application Form to the effect that the subscriber is authorized to acquire the Rights Equity Shares or Rights Entitlement in compliance with all applicable laws and regulations; (ii) appears to us or our agents to have been executed in or dispatched from the United States; (iii) where a registered Indian address is not provided; or (iv) where our Company believes that the Application Form is incomplete or acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to allot or issue any Rights Equity Shares or Rights Entitlement in respect of any such Application Form.

BANKER TO THE ISSUE: ICICI Bank Limited.

MONITORING AGENCY: India Ratings and Research Private Limited.

Lead Manager to the Issue	Company Secretary and Compliance Officer	Registrar to the Company & Registrar to the Issue
VC CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED **CIN:** U67120WB2005PTC106051 **SEBI REGN. No.:** INM000011096 **Validity of Registration:** Permanent **Contact Person:** Ms. Urvi Belani/ Mr. Premjeet Singh 31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.- 2C, Kolkata - 700013 **Tel. No.:** (033) 2225-3940 **Email: mail@vccorporate.com** **Website: www.vccorporate.com**	**SKIPPER LIMITED** **CIN:** L40104WB1981PLC033408 **Registered Office:** 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata - 700017 **Telephone No.:** (033) 2289 5731/ 5732 **Fax No.:** (033) 2289 5733 **Contact Person:** Ms. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer) **E-mail id: anu.singh@skipperlimited.com** **Website: www.skipperlimited.com**	**MAHESHWARI DATAMATICS PRIVATE LIMITED** **CIN:** U20221WB1982PTC034886 **SEBI REGN. No.:** INR000000353 **Validity of Registration:** Permanent **Contact Person:** Mr. Ravi Kumar Bahl 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700001 **Tel. No.:** 033 2243 5029; **Fax No.:** 033 2248 4787 **Email: mdpldc@yahoo.com** **Website: www.mdpl.in**

For, Skipper Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anu Singh
(Company Secretary and Compliance Officer)

Date : 07.02.2024
Place : Kolkata

উত্তরাখণ্ডে পাশ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল

দেরাদুন, ৭ ফেব্রুয়ারি: দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাশ হল উত্তরাখণ্ড বিধানসভায়। বুধবার বিকেলে সেরাজ্যের বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল আলোচিত বিলটি। এবার রাজ্যপালের সই পেলেই আইন হয়ে যাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এক দেশ এক আইনের পথে আরও একধাপ এগোল ভারত, বলছে ওয়াকিবহাল মহল।

আগেই উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। তার আগে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিলের খসড়া পাঠানো হয়েছিল পাঁচ সদস্যের কমিটির কাছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে এই কমিটি বেশ কিছু সুপারিশ করে এই বিলে। সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করেই রবিবার এই বিলটিকে সবুজ সংকেত দিয়েছে উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভা। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাশ করানোর জন্য বিশেষ অধিবেশন শুরু হয় উত্তরাখণ্ডে।

মঙ্গলবার বিধানসভার কার্যাবলি শুরু হতেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি। সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরম ও জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে ভরে ওঠে গোটা অধিবেশন কক্ষ। তবে বিল পেশের পরেই সাময়িকভাবে মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন। বুধবার সকাল থেকে ফের পুরোদমে শুরু হয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

অধিবেশনে ধামি বলেন, 'স্বাধীনতার পরে রাজ্যগুলো নিজেদের সুবিধা মতো সময়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে পারে, এমনটাই বলা হয়েছে সংবিধানে। অনেকেই এই বিলের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সংবিধান মেনেই তৈরি হয়েছে বিলের খসড়া।' বুধবার বিকেলেই পাশ হয়ে যায় বিলটি। উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিধায়করা। তবে এই বিলের আওতায় রাখা হয়নি দলিত ও জনজাতি সম্প্রদায়ের নাগরিকদের।

মদ কাণ্ডে কেজরিওয়ালকে তলব দিল্লির আদালতের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: পাঁচ-পাঁচবার ইডির সমন এড়িয়ে বিপাকে কেজরিওয়াল। মদ কেলেঙ্কারিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এবার সমন পাঠাল আদালত। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। কেন ইডির সমন এড়ালেন, কোর্টে তা জানাতে হবে কেজরিওয়ালকে। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই প্রেক্ষিতে এদিন কেজরিওয়ালকে তলব করল দিল্লির কোর্ট।

সমন প্রসঙ্গে আম আদমি পার্টির তরফে জানানো হয়েছে, 'আদালতের সমন পেয়েছি। নির্দেশিকা পড়ে দেখছি। তার পর আইন মেনে পদক্ষেপ করব। তবে ইডি যে নিয়মবিরুদ্ধভাবে সমন পাঠিয়েছিল, তা আদালতকে জানাব।' প্রসঙ্গত, ২ ফেব্রুয়ারির সমন এড়ানোর পর কেজরির বিরুদ্ধে নতুন করে অসহযোগিতার অভিযোগ দায়ের করে ইডি। তাদের দাবি, জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারি তদন্তকারী সংস্থার তলব এড়াতে পারেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এর পরই পুরো বিষয়টি নিয়ে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। সেই প্রেক্ষিতেই এদিন হাজিরা দিতে নির্দেশ দিল আদালত।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে ইডির র‍্যাডারে কেজরিওয়াল। এর আগে পাঁচবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করা হয়েছে।

যদিও তাতে সাড়া দেননি কেজরিওয়াল। সেই সমনকে 'বেআইনি' বলে দাবি করে হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। আম আদমি পার্টি শুরু থেকেই দাবি করে আসছে, শুধুমাত্র কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই বারবার তলব করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। কেজরিওয়াল নিজে বলছেন, ইডি তাঁকে যে সমন পাঠাচ্ছে সেটার আইনি বৈধতা নেই। এই বেআইনি সমনে হাজিরা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এবার সেই মামলা আদালত তাঁকে তলব করল।

দিল্লিতে এক সপ্তাহ ধরে ধর্ষণ বাংলার যুবতীকে

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি: রাজধানীর বুকে ধর্ষণ, নির্যাতনের শিকার বাংলার যুবতী। অভিযোগ, বিগত এক সপ্তাহ ধরে ওই যুবতীকে ধর্ষণ করে তাঁর বন্ধু। সঙ্গে চলে শারীরিক অত্যাচার। এমনকী, যুবতীর শরীরের উপরে গরম ডাল ঢেলে দেওয়া হয়। অভিযুক্তকে ধর্ষণ, বিকৃত যৌন চাহিদা ও ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ৩০ জানুয়ারি তাদের কাছে খবর পৌঁছয় যে এক মহিলাকে তাঁর স্বামী নির্যাতন করছেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। গুরুতর অবস্থায় তরুণীকে উদ্ধার করে দিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার বাসিন্দা ওই তরুণী। তিন-চার মাস আগে থেকে অভিযুক্ত পরসের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। পুলিশ জানায়, পরিচারিকার কাজ শুরু করবেন বলে বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ছিল তরুণীর। সে কারণে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রেনে দিল্লি পৌঁছন তিনি। অভিযুক্তর ভরসাতেই দিল্লিতে থেকে যায় যুবতী। কিন্তু এরপরই যুবতীর উপরে শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। প্রতিদিন তাঁকে ধর্ষণ, মারধর করে। শরীরে গরম ডাল ঢেলে পুড়িয়েও দেয়। জানা গিয়েছে, ওই যুবতীর শরীরে ২০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে যুবতী যাবতীয় ঘটনা খুলে বলে।

ওই যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে। গত ২ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খাবার খেয়ে অসুস্থ হাজারের বেশি

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি: ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন হাজারের বেশি মানুষ। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে অনেককে। অনুষ্ঠানে যে খাবার দেওয়া হচ্ছিল, তা খাওয়ার পর থেকেই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার কোষ্ঠওয়াড়ি গ্রামের ঘটনা। মঙ্গলবার সেখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রামের বাসিন্দাদের পাশাপাশি আশপাশের তিন থেকে চারটি গ্রাম থেকে মানুষ ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। বিকেল ৫টা নাগাদ তাঁদের খেতে দেওয়া হয়। পাত পেড়ে খেয়েছিলেন সকলে।

অভিযোগ, ওই খাবার খাওয়ার পর থেকেই অনেকে অসুস্থ বোধ করেন। কারও পেটখারাপ হয়। কারও বমি হতে শুরু করে। কারও কারও শরীরে দু'টি উপসর্গই দেখা গিয়েছে। অসুস্থতা এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। প্রথম দফায় ১৫০ জনের বেশি মানুষ স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে মঙ্গলবার রাতের দিকে অন্তত ৮৭০ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে বমি এবং পেটখারাপের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি করানো হয়।নিকটবর্তী হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি শয্যার ব্যবস্থা করতে হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, মঙ্গলবার যাঁরা হাসপাতালে পেটখারাপ এবং বমির কারণে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কোষ্ঠওয়াড়ি গ্রামের ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই খাবার খেয়েছিলেন। ওই রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাঁচ সদস্যের একটি দল গ্রামগুলিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্তের জন্য আলাদা দল পাঠিয়েছে প্রশাসন। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই এই অসুস্থতা। কী থেকে তা হল, কে বা কারা এর জন্য দায়ী, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নি।

ফের আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি: ফের আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। এই নিয়ে এবছর এটা চতুর্থ ঘটনা। গত সোমবার জঙ্গলের মধ্যে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। ২৩ বছরের ওই পড়ুয়া ইন্ডিয়ানার পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছিলেন। এবছরই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক ভারতীয় পড়ুয়ারও রহস্যময় মৃত্যু হয়েছিল। সব মিলিয়ে বার বার এভাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের এমন পরিণতি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম সমীর কামাথ। তিনি ২০২৩ সালের অগস্টে তাঁর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেছিলেন। মার্কিন নাগরিকত্বও পেয়ে গিয়েছিলেন সমীর। এই পরিস্থিতিতে সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা নাগাদ জঙ্গলের ভিতরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে দেহটি।

এর আগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পড়ুয়া নিল আচার্যর দেহ উদ্ধার হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই। এবছরের জানুয়ারিরই ঘটনা। ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। এর পর বিবেক সাইনি নামে এক ২৫ বছরের ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনাও প্রকাশ্যে আসে। তিনি জর্জিয়ায় স্নাতকোত্তর পড়ছিলেন। অভিযোগ, এক গৃহহীন ব্যক্তি তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্তত ৫০ বার হাতুড়ির বারি মেরে খুন করেন ওই তরুণকে। গত সপ্তাহে সিনসিনাটিতে শ্রেয়স রেড্ডি নামের এক ভারতীয় পড়ুয়ারও রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

Tender Notice
NIT No. 56/23-24 & 57/23-24, dt 06/02/2024

Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 2 nos) Total Amount Rs. 3,700,168/- Last date of documents Downloading & bid sub, 21/02/2024 & 14/02/2024 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)

Sd/- E.O
Chapra Panchayat Samity, Nadia

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

(i) N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/ Green City Mission/NIT- 22/2023-24
Memo No.- 3135/BM/2023-2024 Dated 07.02.2024
Name of the Work – (1) Supply, delivery & replacement of existing luminaries by 30 Watt LED luminries at different places under Bolpur Municipality. **(2)** Supply, delivery & replacement of existing luminaries by 90 Watt LED luminries at different places under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 27.02.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 4 (four) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: - WBMAD/ ULB /DHM/NIT/19/335/(e)/2023-2024, Viz. Memo no.: - K-12(Tender)/A-152/D.H.M. Dated: 07.02.2024. Bid Submission End Date: 23.02.2024 up to 4.00 PM.**
For details information available in the departmental **website: http// wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites Tender for the work of **1.**Proposed Construction for sinking of Ten (10) no's deep tubewell (300 X 200) of depth 330 m within Ward no: 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16 under Diamond Harbour Municipality.**2.**Proposed construction of Ten (10) no's pump house for deep tube well within Ward no: 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16 under Diamond Harbour Municipality.**NIT No.: - WBMAD/ULB/DHM/NIT/18/334(e) /2023-2024.**For details information contact with Engineering Section, Diamond Harbour Municipality And in the departmental **website: http// wbtenders.gov.in.** Bid Submission End Date: **04.03.2024 up to 5.00 PM.**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender **for** execution of 2 (two) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: - WBMAD/ ULB/DHM/NIT/17/333/(e)/2023-2024, Viz. Memo no.: - K-12(Tender)/A-150/D.H.M. Dated: 07.02.2024.Bid Submission End Date: 23.02.2024 up to 4.00 PM.**
For details information available in the departmental **website: http// wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 3 (three) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: - WBMAD/ULB/DHM/NIT/16/332/ (E)/2023-2024, Viz. Memo no.: - K-12(Tender)/A-149/D.H.M. Dated: 07.02.2024.Bid Submission End Date: 02.03.2024 up to 4.00 PM.**
For details information available in the departmental **website: http// wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender **for** execution of 50 (fifty) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: - WBMAD/ULB/DHM/NIT/15/331/ (e)/2023-2024, Viz. Memo no.: - K-12(Tender)/A-148/D.H.M. Dated: 07.02.2024. Bid Submission End Date: 22.02.2024 up to 4.00 PM.**
For details information available in the departmental **website: http// wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

NIT No. 05/2023-24, DT. 06/02/2024

E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Construction of Community hall at Irrinchi farm west side near Eco hub under WBCADC.Tamluk Project (15.25m x 6.0m) Krishnanagar Khejuri. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from **09/02/24.** Tender **ID: 2024_ PRD 662101_1** Bid submission end date for the following works **27/02/2024 at 18:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 2058169/-**

SD/-
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P & RD, Govt. of WB Mob No: 9732597683, 9434667766

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No:- 16/2023-24
Memo No: 3206/GM Dated: 07.02.2024

1st Call for N.I.e.T 16/2023-24 is invited by this Municipal Authority for 08 nos. development works in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders are from **17.02.2024 up to 12.00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

E-TENDER

Online E-Tender vide NIT No. 22/Nalhati/2023-24 is invited from the bonafide, resourceful and experience Contractor for **"Construction of Boundary Wall with two no. Gate & one no. Hume pipe culvert At WBCADC Nalhati-I Project, FY: 2023-24"** a) Tender Value : Rs. 1824558/- b) Last date of application: 22/02/2024 up to 14:30 hrs. For details visit www.wbtenders.gov.in

Officer-in-Charge
WBCADC, Nalhati-I Project

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 68/2023-24 & Memo No.: 199, Date: 07.02.2024,** for **07 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **22.02.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

NOTICE

e- tender are invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide **NIT reference No NIT no- 26(e)/ PMKSY-WDC2.0/ NRM/ 2023-24, Para Dated 06/02/2024** in the district Purulia. For details please visit **https://wbtenders. gov.in** Last Date for submitting online bid **19/02/2024.**

Sd/-
Deputy Director of Agriculture, (S.C), KRVP, Purulia
& Project Manger WCDC, Purulia

NIT No.SFDC/MD/NIT- 46 (e) / 2023-24

SFDC Ltd. Invites. tender for 8(eight) nos work in different district from the bonafide and resourceful contractors having experience for similar type of works. Bid submission end date on **22/02/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **27/02/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

NIT No.SFDC/MD/NIT- 44 (e) /2023-24, (2nd Call)

SFDC Ltd. Invites 1 (one) no. tender for two nos. work i.e. "Construction of brick paved road at Purba Bardhaman & Paschim Medinipur". Bid submission end date on **22/02/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **27/02/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

GOVT. of WEST BENGAL
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-17/2023-24
Dated 05/02/2024

E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Contractors having sufficient credential in this line are eligible for the above work. **Details are available on www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive officer
Suri-II Panchayat Samiti

TENDER

Tenders are invited for Security Personel. For details visit the website

www.govtgirlsekbalpur.com

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া–৭১১১০১ এতদ্বারা ৫ বছরের জন্য স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)–তে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থার জন্য ই–অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই–অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি–এসএমইউ–এইচডব্লুএইচ–ওসি। এসইকিউ নং. এএ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এইচডব্লুএইচ–এসএমইউ–৬১–২৪–১ [ক্যাটারিং–স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)]। **বিবরণঃ** স্পেশাল মাইনর ইউনিট (স্বাধীনতা সংগ্রামী/যুদ্ধের কারণে বিধবা এবং রেলওয়ে কর্মচারীর বিধবা, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য রেলওয়ে কর্তৃক জমি নিয়ে নেওয়ার কারণে অবস্থানচ্যুত লোকজনের জন্য সংরক্ষিত) (ক্যাটারিং)–হাওড়া স্টেশন ওল্ড কমপ্লেক্স/নর্থ কনকোর্স/মডিউলার স্টল/ওয়াটার বুথ/৪–এর পাশে। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২। **ইএমডিঃ** ৫%। **টার্নওভার আবশ্যক ঃ** শূন্য।

HWH-485/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-96/2023-24 & ADDA/DGP/ED/N-97/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works **N-96/2023-24** - **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_661594_1, **N-97/2023-24 (1)** Tender ID No. 2024_ADDA_661654_1, For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৫৮৬৬০৬, তারিখঃ ০৬.০২.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি), পূর্ব রেলওয়ে, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া, হাওড়া, পিন–৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **আইটেম ক্যাটেগরিঃ** সার্ভিসের জন্য কাস্টম বিড– স্টেনলেস স্টিল ওয়াগন সহ করোডেড ক্ষতিগ্রস্থ সকল প্রকার ওয়াগনের ফ্লোর ক্লিনিং সহ ডিরাস্টিং, স্ট্রিপিং, অক্সি কাটিং, প্লাজমা কাটিং, ড্রেসিং কাজ। **অনুমিত বিড মূল্যঃ** ৬৫,৪৬,২৪০ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ১,৩০,৯২০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ১ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৭.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৭.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৩৩ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারের বছরে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারের বছরে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্রঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি–তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **ইএমডি ছাড়ঃ** বিডদাতারা ইএমডি ছাড় চাইলে বিডের সাথে জিইএম জিটিসি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্যাটেগরির জন্য বৈধ সমর্থিত নথিপত্র অবশ্যই জমা করবেন। এমএসই ক্যাটেগরির অধীনে কেবলমাত্র পণ্যের প্রস্তুতকারক এবং সার্ভিসের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডারগণ ইএমডি ছাড়ের জন্য যোগ্য হবেন। ব্যবসায়ীদের এই পলিসি থেকে বাইরে রাখা হয়েছে।

MISC-252/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhad, reswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/658/E-NIT/(1-3)(1st Call) Date: 06-02-2024**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	Operation and Maintenance work with supply of Supplying, Laying of 160mm (OD) (Grade PE-100, PN6) distribution pipe network including permanent road restoration & ancillary works within Bhadreswar Municipality AT Zone I Ward No. 1,2 under AMRUT 2.0. **Tender ID: 2024_MAD_661835_1.**	67,46,685.00	1,34,934.00
2	Supplying, Laying of 110mm (OD) (Grade PE-100, PN-6) distribution pipe network including permanent road restoration & ancillary works within Bhadreswar Municipality AT Zone II Ward No. 3,4 under AMRUT 2.0. **Tender ID: 2024_MAD_661835_2.**	96,44,953.00	1,92,899.00
3	Supplying, Laying of 110mm (OD) (Grade PE-100, PN-6) distribution pipe network including permanent road restoration & ancillary works within Bhadreswar Municipality AT Zone I Ward No. 8,10 under AMRUT 2.0. **Tender ID: 2024_MAD_661835_3.**	54,98,661.00	1,09,973.00

Fund : AMRUT-2.0. Time of Completion : 3 Months. Bid Submission Start Date (Online): **08 /02 /2024 at 11.00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **23 /02 / 2024 at 17:00 Hrs.** Bid Opening Date (Online): **27 /02 /2024 at 14:00 Hrs.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-238 to 246 Dated- 07-02-2024 and Extension of Bid for NIeT- 212 & 213/23-24

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, North 24 PGS, Murshidabad and Burdwab District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **08-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **16-02-2024 & 20-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT. Bid end date for NIeT-212 & 213 has been extended till **13-02-2024 upto 30. pm**

Date: 07.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhad, reswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/657/E-NIT/1(1st Call), Date: 06-02-2024**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	Land development work on the bank of water body adjacent to the Bhadreswar Railway Station in order to provide acess for lowering of a 300 mm dia Clear water Rising Main and a 250mm dia Distribution Main for Water supply project of Bhadreswar Municipality under AMRUT-2.0". **Tender ID: 2024_MAD_661906_1.**	89,05,478.00	1,78,110.00

Fund : AMRUT-2.0. Time of Completion : 3 Months. Bid Submission Start Date (Online): **08 /02 /2024 at 11.00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **23 /02 / 2024 at 17:00 Hrs.** Bid Opening Date (Online): **27 /02 /2024 at 14:00 Hrs.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-TENDER NOTICE

1) Name of the Work: Electrical Wiring with LED Fittings for newly constructed building at the Faridpur Free Primary School under Ward No.-33.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-69/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_662684_1 • Estimated Amount : Rs. 4,30,690/-

2) Name of the Work: Extension of LT/OH distribution with ACSR Conductor, Armoured Cable, Steel Tubular Pole & Fixing LED Street Light at Bandher Par Vivekananda Nazrul Park, Satyajit Park, Ambagan Vivekananda Sarani, NSB Road, Gitanjali Park B Block & RIC Colony under Ward No.- 28 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-81/23-24
Tender ID : 2024_MAD_662519_1 • Estimated Amount : Rs. 3,34,704/-

3) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, Armoured Cable & LED Street Light Fittings at Mahananda Pally Nabin Sangha Sporting Club Ground & Amra Kjan Club Ground under Ward No.- 41 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-82/23-24
Tender ID : 2024_MAD_662534_1 • Estimated Amount : Rs. 4,21,711/-

4) Name of the Work: Extension of LT/OH distribution with ACSR Conductor & Fixing LED Street Light at Sabuj Nagar Sarat Sarani Street No.- 11, Rammahan Sarani Street No.- 15, 10, Pramad Nagar Street No.- 5/A, 5/B, Pramand Nagar Main Road, Pramad Nagar Street No.- 11 & Pramad Nagar Durga Mandir under Ward No.- 11 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-83/23-24
Tender ID : 2024_MAD_662556_1 • Estimated Amount : Rs. 3,00,574/-

5) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, UG Armoured Cable & LED Light at J.N. Das Ground, Sail Co-operative, City Centre, under Ward No.- 22, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-84/23-24
Tender ID : 2024_MAD_662638_1 • Estimated Amount : Rs. 4,92,636/-

6) Name of the Work: Supply and installation of LED Street Light Fittings and Drawing of ACSR Conductor for Street Phase at the Tal Tala Basti under Ward No.- 08, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-86/23-24
Tender ID : 2024_MAD_662701_1 • Estimated Amount : Rs. 1,53,622/-

Last Date : 19th February 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist. Invites bids. For **NIT 37- 41, /XVFC/2024 Date-07/02/2024 & 43,44/XVFC/2024, Dated: 07/02/2024)** within the GP area.Scheme wise separate bid is invited. The Estimated Cost. Excluding Gst& L. Cessare **Rs. 37954/-, Rs.10725/-, Rs.19220/-, 27715/-27715/- & 148105/-91192/-** respectively.The last date of submission of Bid is **19/02/2024** upto9am for **Nit43 & 44 &19/02/2024 upto 2 pm for Nit 37-41.** For details please visit to our GP Office.

SD/- Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB /RSM/391/ 23-24 /2nd Call Dated 07.02.2024	Construction of Under Ground Pipe Line [pipe dia=600mm(NP3)] & Improvement of Road of Length - 550 m at Shyamkhola more to Atri Aqua project via Botanica at Ward No.- 25 and 26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.62,32,762.00

Bid Submission end date: **24.02.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **04 nos.** different development work(s) under **15th FC Tied** Fund vide **Memo No. :- 36/SBGP/2024 & NIT No.: WB/HOW/ BJ/SBGP/NIT 16/23-24, Date: 07.02.2024.** Documents Download/ Sale & Bid Submission Start Date (Online): **07.02.2024 at 05:30 PM.** Bid Submission End Date (Online): **16.02.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **19.02.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:

NIT No.: 105/MOG-I/24, Date: 05.02.2024
& Tender ID : 2024_ZPHD_661244_1.

Last Date of Bid Submission: **16.02.2024 at 18:30 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 462/MM/PWD/NIeT/2023-24 and Dated: 07-02-2024.** The last date for online submission of tender is **20-02-2024 (Monday) up to 12:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (ক্রিমেটোরিয়াম) এইচএমসি-এইচএমসি অধীনে ১ (এক) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ০৬.০২.২০২৪ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৭.০২.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
টেন্ডার নোটিশ নং : ইডি/ক্রিমেটোরিয়াম/১৫/২৩-২৪ তারিখ : ০৬.০২.২০২৪
২৬৩(১)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
৭.১.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS

ABRIDGED NIT

eTender is being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No 2024_ ZPHD_662250_1 to 2024_ZPHD_662250_6, DT-06/02/2024 (NIT NO-485/XVFC-TIED/NIT/DS-IGP/2024,DT06/02/2024) and Tender ID: 2024_ZPHD_662289_1 & 2024_ZPHD_662289_2, Dated-06-02-2024 (NIT NO-486/XVFC-TIED/NIT/DS-I GP/2024, DT-06-02-2024)** Last date of tender dropping **17-02-2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of tender **21-02-2024 09.00 A.M.**
For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

ভারতের প্রথম পেসার হিসেবে টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে বুমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময় এখন যশপ্রীত বুমরার।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশাখাপট্টনম টেস্টে ৯ উইকেট নেওয়া বুমরা ভারতের প্রথম পেসার হিসেবে আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন। ভারতের চতুর্থ বোলার হিসেবে আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেও উঠলেন এই পেসার। এর আগে এই কীর্তি ছিল রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা ও প্রয়াত বিষাণ সিং বেদির।

বুমরার আগে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিলেন ভারতেরই স্পিনার অশ্বিন। জাতীয় দল সতীর্থকে সরিয়েই তিন থেকে শীর্ষে উঠলেন বুমরা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে না খেললেও দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয়।

বিশাখাপট্টনম টেস্টে রান পেয়েছেন ভারতের ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল। প্রথম ইনিংসে ভারত যে বড় সংগ্রহ পেয়েছিল সেটা জয়সোয়ালের দ্বিশতকের সুবাদে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০৯ রানের

ইনিংস খেলে জয়সোয়াল ৩৭ ধাপ এগিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের ২৯তম স্থানে উঠে এসেছেন।

টেস্ট ব্যাটসম্যানদের তালিকার শীর্ষে যথারীতি কেইন উইলিয়ামসন। তবে ভারতের বিপক্ষে বিশাখাপট্টনম টেস্টে পারফর্ম করতে না পারায় জো রুট দুই থেকে নেমে গেছেন তিনে। স্টিভ স্মিথ উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে। ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশত করা জ্যাক ক্রলি ৮ ধাপ এগিয়ে আছেন ২২তম স্থানে।

৩৪ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে বুমরা ৫ উইকেট পেয়েছেন ১০ বার। তবে এর আগে তাঁর র‍্যাঙ্কিংয়ে সর্বোচ্চ স্থান তিন নম্বর। চলতি বছরেই দুইবার ৫ উইকেট পেয়েছেন বুমরা। কেপটাউনে বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৬১ রানে ৬ উইকেট নেওয়ার পর বিশাখাপট্টনম টেস্টের প্রথম ইনিংসে নেন ৪৫ রানে ৬ উইকেট।

অন্যদিকে অশ্বিন বিশাখাপট্টনম টেস্টে নিজের মান অনুযায়ী পারফর্ম করেননি। নিয়েছেন ৩ উইকেট। তাতে দুই ধাপ পিছিয়েছেন অশ্বিন। এই স্পিনারের রেটিং পয়েন্ট ৮৪১। দুই নম্বরে থাকা রাবাদার ৮৫১। আর বুমরা শীর্ষে আছেন ৮৮১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে। শ্রীলঙ্কার স্পিনার প্রবাত জয়াসুরিয়া ৩ ধাপ এগিয়ে ৬ নম্বরে উঠে এসেছেন। চার নম্বরে আছেন প্যাট কামিন্স। পাঁচে জশ হ্যাজলউড।

টেস্টে সর্বশেষ ৯ ইনিংসে উইলিয়ামসনের শতক ৬টি। শতক করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টেস্টের দুই ইনিংসেই। উইলিয়ামসনের রেটিং পয়েন্ট ৮৬৪। দুই নম্বরে থাকা স্মিথের ৮১৮।

আইসিসি টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকার শীর্ষে আছেন রবীন্দ্র জাদেজা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৪১৬। ৩২৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে অশ্বিন দুইয়ে। তিন নম্বরে থাকা সাকিব আল হাসানের ৩২০ রেটিং পয়েন্ট।

পরের দুই টেস্টেও নেই কোহলি, অনিশ্চিত শেষ ম্যাচেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের পরের দুই টেস্টেও বিরাট কোহলিকে পাচ্ছে না ভারত। রাজকোটে ১৫ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে কয়েক দিন সময় আছে, রাঁচিতে চতুর্থ টেস্ট শুরু ২৩ ফেব্রুয়ারি। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ধর্মশালায় সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টেও কোহলির ফেরা নিশ্চিত নয়।

গত ২২ জানুয়ারি প্রথম টেস্ট শুরুর তিন দিন আগে ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দুই টেস্ট থেকে কোহলির সরে যাওয়ার কথা জানায় বিসিসিআই। দলের সঙ্গে যোগ দিতে সেদিন সকালে হায়দরাবাদে পৌঁছালেও আবার ফিরে যান কোহলি। বিসিসিআই বলেছিল, কোহলি অধিনায়ক রোহিত শর্মা, টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

কোহলিকে ঘিরে অনিশ্চয়তা অবশ্য তৈরি হয়েছে আগেই। দ্বিতীয় টেস্ট চলার সময়ই সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, পরের তিন টেস্টে কোহলিকে

পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দ্রুতই বসবে ভারতের নির্বাচক কমিটি। এখনো অবশ্য বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

ঠিক কী কারণে কোহলি এ সিরিজে এখন পর্যন্ত খেলেননি, আনুষ্ঠানিকভাবে সেটিও জানানো হয়নি। তবে তাঁর বন্ধু ও সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, কোহলি ও তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা দ্বিতীয় সন্তান জন্মের অপেক্ষা করছেন।

এদিকে চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্ট মিস করা লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজাও রাজকোটে ফেরার অপেক্ষায়। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি থেকে তাঁদের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। দুজনই সেখানে পর্যবেক্ষণে আছেন।

সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ফিরবেন বিশাখাপট্টনমে বিশ্রামে থাকা মোহাম্মদ সিরাজও। অন্যদিকে বুমরাকে পরের টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে, এমন সংবাদ এলেও ক্রিকইনফো বলছে, আগের ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় খেলবেন পরেরটিতেও।

হায়দরাবাদে হারের পর বিশাখাপট্টনমে জিতে সিরিজে সমতা এনেছে ভারত। পরের টেস্টের আগে ছুটি কাটাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছে ইংল্যান্ড দল। ব্যক্তিগত কারণে এ সিরিজ থেকে আগেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ইংলিশ ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুকও। তিনি ফিরবেন কি না, সে ব্যাপারেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। যদিও ইংলিশ সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, সিরিজের শেষভাগে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন ব্রুক।

অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড জুটির পরও দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৭ সালের শুরু থেকে এ ম্যাচের আগপর্যন্ত ৬৮টি নারী ওয়ানডে খেলে অস্ট্রেলিয়া হেরেছিল মাত্র ৭টি ম্যাচ, যার সর্বশেষটি ১০ ম্যাচ আগে;গত বছরের জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়া কতটা শক্তিশালী, এ পরিসংখ্যানেই ফুটে ওঠে তার অনেকটাই। সেই অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর স্বাদ যেকোনো দলের কাছেই ভিন্ন লাগার কথা। আর সে জয় যদি হয় নিজেদের প্রথম, তাহলে তো কথাই নেই!

নর্থ সিডনি ওভালে আজ সে স্বাদই পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারলেও বুধবার অস্ট্রেলিয়াকে তারা প্রথমবার হারিয়েছে মুখোমুখি ১৭তম ম্যাচে এসে। সেটিও ৮৪ রানের বিশাল ব্যবধানে (ডিএলএস পদ্ধতিতে)। রানের হিসাবে অস্ট্রেলিয়া এর চেয়ে বড় ব্যবধানে হেরেছে মাত্র দুবার।

দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য অস্ট্রেলিয়াকে রেকর্ড হার উপহার দেওয়ার খুব কাছেই চলে গিয়েছিল। ৭১ রানেই ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল অ্যালিসা হিলির দল, নিজেদের সর্বনিম্ন ৭৭ রানের স্কোরও চোখ রাঙাচ্ছিল তাদের। সেটি হয়নি, উল্টো অস্ট্রেলিয়াকে অভাবনীয় এক জয়ের আশাও দেখিয়েছিলেন অ্যাশলেই গার্ডনার ও কিম গার্থ।

এলিজ-মারি মার্ক্স এসে তাঁদের জুটি ভেঙেছেন, তবে বিশ্ব রেকর্ড ঠিকই গড়েছেন গার্ডনার ও গার্থ। নবম উইকেটে দুজন মিলে যোগ

করেছেন রেকর্ড ৭৭ রান। মেয়েদের ওয়ানডেতে নবম উইকেটে এর আগের সর্বোচ্চ জুটিটি ছিল ইংল্যান্ডের লিনসি আস্কিউ ও ইশা গুহর ৭৩ রান, ২০০৭ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চেন্নাইয়ে গড়েছিলেন সে জুটি।

মার্ক্স জুটি ভাঙার পর মেগান শুটকে বেশিক্ষণ টিকতে দেননি ক্লোয়ি ট্রিওন, তাতেই দক্ষিণ আফ্রিকা পেয়েছে ঐতিহাসিক জয়। যে ম্যাচটি আদতে ছিল মারিজান কাপময়। এ ম্যাচে চোটের কারণে যাঁর খেলা নিয়েই ছিল সংশয়। অ্যালিসা হিলি, ফিবি লিচফিল্ড ও বেথ মুনি; অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারের তিনজনকেই ফেরান কাপ। তাতেই নামে ধস। এ ম্যাচে কাপের বোলিং ফিগার ছিল এমন;৫ ওভার, ১ মেডেন, ১২ রান, ৩ উইকেট!

লিচফিল্ড ও তালিয়া ম্যাকগ্রা ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সাত ব্যাটারের কেউই দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে কাপের পর আয়ান্ডা হিলুবি, মার্ক্স ও নাডিন ডি ক্লার্কের বোলিংয়ে খেই হারিয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত ১৪৯ রানেই থামে তাদের ইনিংস।

কাপ বোলিংয়ে যেমন সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন, এর আগে ব্যাটিংয়েও করেছেন দলের সর্বোচ্চ রান! পাঁচে নেমে তিনি খেলেন ৮৭ বলে ৭৫ রানের ইনিংস।

প্রথম ওভারেই লরা ভল্‌ভার্টকে হারানোর পর আনিকা বোশ ও তাজমিন ব্রিটস দ্বিতীয় উইকেটে ৫৫ রানের জুটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুর চাপ সামাল দিয়েছিলেন ভালোভাবেই। তবে দ্রুত দুজনকে ফিরিয়ে আবার ম্যাচে ফেরে অস্ট্রেলিয়া। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকাকে টানেন কাপ। সুনে লুস, ডি ক্লার্ক, ট্রিওন ও মার্ক্সকে নিয়ে চারটি জুটিতে তিনি যোগ করেন মোট ১৫৮ রান। এর মধ্যে মার্ক্সের সঙ্গে কাপের সপ্তম উইকেট জুটি ছিল অবিচ্ছিন্ন ৩১ রানের, যাতে মার্ক্স করেন মাত্র ২। কাপ দায়িত্বটা নিজের ব্যাটে তুলে নিয়েছিলেন, এরপর বোলিংয়েও করেছেন সে কাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক জয় এসেছে তাতেই। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি, একই মাঠে।

বাবর কি আবারও পাক অধিনায়ক হচ্ছেন, গুঞ্জন ক্রিকেটমহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন তিন মাসও হয়নি। এর মধ্যে আবারও বাবর আজমের অধিনায়ক হওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

বর্তমানে পাকিস্তানের টেস্ট দলের নেতৃত্বে আছেন শান মাসুদ, টি,টোয়েন্টিতে শাহিন আফ্রিদি। তবে ওয়ানডে অধিনায়কের পদ এখনো শূন্য। যদিও বাবর অধিনায়কত্বে ফিরলে তিন সংস্করণেই অধিনায়ক হবেন বলে

খবর। বাবরের অধিনায়কত্বে ফেরার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে মূলত পিসিবির শীর্ষ পদে পরিবর্তনের কারণে। পাকিস্তান অবজারভার, সামা টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, পিসিবির নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বাবরকে নেতৃত্বে ফেরানোর কথা ভাবছেন। এমন খবরের উৎস হিসেবে পিসিবির অভ্যন্তরীণ সূত্রের কথা বলা হয়েছে। ২৯ বছর বয়সী বাবর পাকিস্তানের সীমিত ওভার ক্রিকেটের অধিনায়ক হন ২০১৯ সালে। পরের বছর দায়িত্ব পান টেস্টেও। ব্যাটিং সামর্থ্যের জন্য তারকা হয়ে ওঠা বাবর নেতৃত্বের দিক থেকে বড় কোনো সাফল্য পাননি। ২০২২ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলা এবং গত বছর ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ওঠাই পাকিস্তানের সর্বোচ্চ অর্জন। যদিও শীর্ষ দল হিসেবে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে প্রথম পর্ব থেকেই বাদ পড়ে যায় পাকিস্তান।

নেতৃত্বের জন্য প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া বাবর গত বছরের নভেম্বরে বিশ্বকাপ থেকে দেশে ফিরে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন। তখন পাকিস্তানের গণমাধ্যমগুলো জানায়, বাবরকে টেস্ট অধিনায়কত্ব রেখে বাকি দুই সংস্করণ ছেড়ে দিতে বলেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। সেটিতে রাজি না হয়ে তিন সংস্করণই ছেড়ে দেন তিনি।

মেসি খেললেন, তারপরেও জাপানি ক্লাবের কাছে হার মায়ামির

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত রোববার হংকং একাদশের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ইন্টার মায়ামির হয়ে লিওনেল মেসির না খেলা নিয়ে হয়েছে তোলপাড়। শেষ পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনে মেসিকে মেসিকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, কেন তিনি সেদিন খেলেননি। আজ জাপানি ক্লাব ভিসেল কোবের বিপক্ষেও মেসি খেলবেন কি না, এ নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল।

সেই অনিশ্চয়তা দূর করে টোকিওতে স্বাগতিক দর্শকদের আনন্দে ভাসিয়ে ম্যাচের ৬০ মিনিটে মাঠে নামেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ম্যাচের বাকি সময়ে নিজের ঝলকও দেখান। আক্রমণ তৈরির পাশাপাশি গিয়েছিলেন গোলের কাছাকাছিও। তবে শেষ পর্যন্ত মেসির কাছ থেকে গোল দেখার সৌভাগ্য হয়নি জাপান ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে ৪-৩ গোলে জিতেছে ভিসেল কোবে। মেসি অবশ্য টাইব্রেকারে নিজে কোনো শট নেননি।

মেসিকে বেঞ্চে রেখে শুরুটা ভালোভাবেই করেছিল ইন্টার মায়ামি। প্রথম দিকে বলের দখল রেখে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। প্রথম ১০ মিনিট বল ভিসেল কোবের অর্ধেই ছিল। এরপর ধীরে ধীরে ম্যাচে নিজেদের ছাপ রাখতে শুরু করে স্বাগতিকেরাও। ১৫ মিনিটে কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে দুবার বল পোস্টে মারেন ইয়ুয়া ওসাকা। এর মধ্যে চোট পেয়ে ১৭ মিনিটে সের্হিও বুসকেতস

মাঠ ছেড়ে গেলে মায়ামির ওপর চাপ আরও বাড়ে।

এ সময় ভিসেল কোবে চেষ্টা করে লং বলে মায়ামিকে চাপে ফেলার। গোল না পেলেও দারুণ সব আক্রমণে মায়ামিকে এলোমেলো করে দেয় জাপানি ক্লাবটি। মেসিবিহীন মায়ামির আক্রমণগুলোও এ সময় গোছানো ছিল না। ২৯ মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে গোটোকু সাকাই এবং দিজু সাসাকি ওয়ান টু ওয়ান খেলে পরীক্ষা নেয় মায়ামি ডিফেন্সের।

৩৩ মিনিটে গিয়ে গোলের জন্য প্রথম শটটি নেওয়ার সুযোগ পায় মায়ামি। যদিও টেলরের সেই শট চলে যায় পোস্টের বাইরে দিয়ে। ৩৮ মিনিটে মায়ামি দারুণ এক আক্রমণ গড়লেও গোল পায়নি সেটা থেকে।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ভিসেল কোবেকে এগিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ এক সুযোগ হাতছাড়া করেন ওসাকা। মায়ামির ভুলেই মূলত বক্সের ভেতর বল পান জেন প্যাটট্রিক। তিনি পাস দেন ফাঁকায় থাকা ওসাকাকে। কিন্তু বারের ওপর দিয়ে বল বাইরে পাঠান এ জাপানি স্ট্রাইকার। সহজ সুযোগ মিস করলেও ভিসেল কোবে প্রথমার্ধে অতিথিদের চেয়ে বেশ ভালো ফুটবল খেলেছে।

বিরতির পরও ভিসেল কোবে বলের দখল নিজেদের কাছে রাখে। আঁটসাঁট রক্ষণ দুর্গ তৈরি করে মায়ামি অবশ্য ভালোভাবেই আটকে রাখে স্বাগতিকদের। ম্যাচের ৬০ মিনিটে ফ্যাবিয়ান রুইজের পরিবর্তে মাঠে নামেন মেসি। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক নামতেই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে ইন্টার মায়ামি।

শুরুতেই মেসি-সুয়ারেজ জুটি দারুণ এক আক্রমণও তৈরি করে, যদিও তা মায়ামিকে গোল এনে দিতে পারেনি। এরপর মেসিকে ঘিরে আরও কয়েকবার ভিসেল কোবের রক্ষণে হানা দেয় মায়ামি। কিন্তু গোল মিলছিল না কোনোভাবে। মেসি নামার পর স্বাগতিক ক্লাবটি প্রতি-আক্রমণ নির্ভর হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ৭৫ মিনিটে তুলে নেওয়া হয় সুয়ারেজকে।

৭৯ মিনিটে গোলরক্ষক একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন মেসি। এরপর আর্জেন্টাইন তারকার ফিরতি শট গোললাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে ফিরিয়ে দেন ভিসেল কোবে ডিফেন্ডার ইউকি হোন্ডা। ম্যাচের বাকি সময়ে চেষ্টা করেও দুই দল কোনো গোল আদায় করতে পারেনি। গোলশূন্য ড্রয়েই শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের খেলা। পরে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে হেরে যায় মেসির মায়ামি।

অস্ট্রেলিয়ায় বেয়ারস্টোদের ব্যঙ্গাত্মক ছবি, আবার বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক হাতে বল, আরেক হাতে অ্যাশেজের ভস্মাধার নিয়ে বসে আছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তাঁর দুই পাশে বাচ্চাদের ডায়াপার পরে দাঁড়িয়ে জনি বেয়ারস্টো ও পিয়ার্স মরগান। বেয়ারস্টো,মরগানের দৈহিক গড়নও শিশুদের মতো। ইংলিশদের নিয়ে এমন এক চিত্রই এঁকেছেন অস্ট্রেলিয়ান চিত্রশিল্পী জেমস ব্রেনান।

ব্রেনান ছবিটির নাম দিয়েছেন ‘লাইক টেকিং অ্যাশেজ ফর্ম আ বেবি’;যেটা এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক শিল্প প্রতিযোগিতা বাল্ড আর্চি অ্যাওয়ার্ডের জন্য তিনি জমা দিয়েছেন। ২০১৬ সালের পর বাল্ড আর্চি অ্যাওয়ার্ড বন্ধ ছিল। এ বছর থেকে তা আবারও চালু হয়েছে। এবার দেওয়া হবে গত বছরের সেরা ছবির পুরস্কার।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, ব্রেনানের আঁকা সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ২০২৩ অ্যাশেজ ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াতে শুরু করেছে। ছবিটি যে লর্ডস টেস্টে ইংল্যান্ডের হারের ক্ষতে নুনের ছিটা দেওয়ার মতোই। সেই টেস্টের ৭ মাস পেরিয়ে গেলেও বেয়ারস্টোর বিতর্কিত স্টাম্পিংয়ের ঘটনা কারও ভোলার কথা নয়।

ক্যামেরন গ্রিনের বাউন্সারটা ‘ডাক’ করে ওভার শেষ হয়েছে ভেবে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন বেয়ারস্টো। এই সুযোগে আন্ডারআর্ম থ্রোয়ে স্টাম্প ভেঙে দেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি। অস্ট্রেলিয়ানরা আবেদন জানালে বেয়ারস্টোকে আউট দেন টিভি আম্পায়ার।

সেই আউট ম্যাচের ফল নির্ধারণে বড় প্রভাব ফেলে। বেন স্টোকসের ১৫৫ রানের দারুণ ইনিংসের পরও ৪৩ রানে জিতে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। যে সিরিজটি পরে ২-২ সমতায় শেষ হয়, আগের অ্যাশেজ জেতার কারণে ভস্মাধার ধরে রাখে

অস্ট্রেলিয়া।

বেয়ারস্টোর বিতর্কিত আউট লর্ডসের বিখ্যাত লং রুম থেকে শুরু করে দুই দলের ডাইনিং রুমেও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বেয়ারস্টোকে ওভাবে আউট করায় ইংল্যান্ডের অনেকেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন।

সমালোচকদের তালিকায় ছিলেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব পিয়ার্স মরগানও। ক্ষুব্ধ মরগান বলেছিলেন, ‘বেয়ারস্টোকে আউট করে অস্ট্রেলিয়া অলিখিতভাবে ক্রিকেটীয় চেতনা লঙ্ঘন করেছে।’ আর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দলের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘আমার কাছে আউটটা যৌক্তিক।’

যুগে যুগে যেসব ঘটনা ইংল্যান্ডকে বেদনা দিয়েছে, সেগুলোই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়াকে আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে। ক্যারির উপস্থিত বুদ্ধিমত্তায় বেয়ারস্টোর স্টাম্পড আউটও সেটার ব্যতিক্রম নয়। চিত্রশিল্পী ব্রেনান তাঁর আঁকা ব্যঙ্গাত্মক ছবিটার মাধ্যমে বেয়ারস্টো-মরগান তথা ইংলিশদের খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (এবিসি) সাংবাদিক জেমস গ্লেনডে ছবিটি এক্সে পোস্ট করে মরগানকে ট্যাগ করেছেন। সেটা নজরে আসার পর মরগান লিখেছেন, ‘কিছু অহংকারী অস্ট্রেলিয়ান তাদের শৌচাগারের দেয়ালে ছবিটা যেন টাঙাতে না পারে, তাই আমাকে এটা কিনতে হতে পারে।’

তবে ছবিটির মাধ্যমে অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্য তুলে ধরায় চিত্রশিল্পী ব্রেনানকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন দেশটির ক্রিকেট অনুসারীরা। একজন মরগানকে ট্যাগ করা সেই পোস্টে মন্তব্য করেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার প্রতিটি আরএসএল (প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বাধীন সহায়তা সংস্থা), গণভবন, স্কুল থেকে রাজা চার্লসের ছবি সরিয়ে এই অসাধারণ শিল্পকর্মটি টাঙানো হোক।’

আগামী মার্চে বাল্ড আর্চি অ্যাওয়ার্ডের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। সেরা চিত্রশিল্পী ১০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৭ লাখ ১৫ হাজার টাকা) অর্থ পুরস্কার পাবেন। ব্রেনান আগেও একবার এই পুরস্কার জিতেছিলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**